রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র – ২৬ ভাদ্র, ১৪২৬ ঃ ৭ সেপ্টেম্বর – ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 46, 7 September - 13 September, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : একদিকে আর্থিক বৃদ্ধি অসম্ভব কমে যাচ্ছে অন্যদিকে

দশটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্ত করে বাজারকে চাঙ্গা করার কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা। এই দুই নিয়ে এগোল সরকার।

রবিবার: মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বিজেপির প্রতি মোহভঙ্গ হল

এই সময়ের অন্যতম আলোচিত জুটি শোভন-বৈশাখীর। যদিও রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, তাঁদের এই বিড়ম্বনা তৈরি করেছে দেবশ্রী রায়ের বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা। যা নিয়ে অনড় রয়েছেন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

সোমবার: ফের বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের মাথা

ফাটাকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। অর্জুনের অভিযোগে তৃণমূলের নির্দেশে পুলিশ তাঁকে আক্রমণ করেছে। অন্যদিকে গোটা ঘটনার পিছনে অর্জুন ও তাঁর পুত্র বিধায়ক পবন সিংকে দুষছে পুলিশ-প্রশাসন ও তৃণমূল।

মঙ্গলবার: পাকিস্তান থেকে ফেরার পর ফের যুদ্ধবিমান ওড়াতে

দেখা গেল অভিনন্দন বর্তমানকে। সঙ্গে ছিলেন বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া। অভিনন্দনের সেই জগৎ বিখ্যাত গোঁফটিও দেখা গেল রয়েছে বহাল তবিয়তে।

বুধবার: চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেল ভারতীয় চন্দ্রযান বিক্রম। প্রত্যাশিত লক্ষ্যেই

যে ভারতের মুখোজ্জ্বল করা এই যান এগোচ্ছে তাও জানাচ্ছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। উল্লেখ্য, এর সঙ্গেই ভারতও দেখিয়ে দিল আমেরিকার নাসার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এদেশের উন্নত প্রযুক্তি।

বৃহস্পতিবার: একদিকে ভারতীয় অর্থনীতি যখন সাময়িক

হার্ডলসের মুখে পড়ে টলমল ঠিক তখনই সোনার দামও মাত্রা ছাড়াতে শুরু করেছে। রাজ্যে প্রতি গ্রাম সোনার দাম এদিন ৪০ হাজার টাকা পেরিয়ে যায়। যা নিশ্চিতভাবে সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে চিন্তার বিষয়।

শুক্রবার: আরও দুসপ্তাহ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে

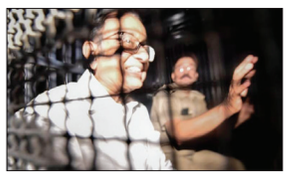

তিহাড় জেলে থাকার আদেশ শোনাল আদালত।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ত্রিফলা আতঙ্ক উত্তরে

কল্যাণ রায়চৌধুরী,

উত্তর ২৪ পরগনা : আসন্ন শারদোৎসবের প্রাক্কালে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে চলছে কার্যত ত্রি-ফলা আতঙ্ক। এই তিনটি আতঙ্ক হল, যথাক্রমে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত, দ্বিতীয়ত ডেঙ্গু ও তৃতীয়ত ভাটপাড়া। এই তিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে শারদোৎসবের প্রাক লগ্নে গোটা জেলা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত সমস্যা দীর্ঘদিনের। এখানের মূল সমস্যা হল অনুপ্রবেশ এবং পাচার।

এই জেলার প্রায় এক হাজার কিমি সীমান্ত এলাকার মধ্যে বাগদা, বনগাঁ এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং কিংবা কাঁটাতারের বেড়া বেশ কিছু জায়গায় লাগানো হলেও স্বরূপনগর, বসিরহাট এলাকার সীমান্তগুলিতে এখনও তা সম্ভব হয়নি। এইসব সীমান্তগুলির মধ্যে আছে হাকিমপুর, বিথারি, কৈজুরি, দোবিলা, পানিতর, ঘোজাডাঙা প্রভৃতি। কারণ এখানে কোথাও সোনাই নদী আবার কোথাও ইছামতী নদীর মাঝখান থেকে ভারত-বাংলাদেশের

সীমানা নির্ধারিত। ফলে এইসব জায়গাগুলিতে ফেন্সিং লাগানো সম্ভব হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। ফলে এইসব সীমান্তগুলি অনুপ্রবেশকারী ও পাচারকারীদের কাছে একপ্রকার ওপেন করিডর হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণে এইসব সীমান্তগুলি দিয়ে অনুপ্রবেশ ও পাচার প্রক্রিয়া বন্ধ করা একপ্রকার প্রায় অসম্ভব বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জেএমবি (জামাত উল মুজাহিদিন, বাংলাদেশ) জঙ্গিদের জাল বিস্তারের সূত্র এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। ইদানিং বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে

গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। একারণে বিএসএফের পক্ষ থেকে সীমান্ত নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে সীমান্তের প্রায় আট কিমি এলাকায় কোনও পশু বিক্রির বাজার আইনিভাবে নিষিদ্ধ। এসত্ত্বেও যেমন বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে চলছে অনুপ্রবেশ, তেমনই চলছে পশু বিক্রির বাজার এবং গরুপাচার। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর ফলে শারদোৎসবের প্রাক্কালে গোটা জেলা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নাশকতামূলক কার্যকলাপের জেরে আতঙ্কের আবহ। তবে এ বিষয়ে

পেট্রাপোল থানা, স্বরূপনগর থানা ও বসিরহাট থানার পক্ষ থেকে পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ফলা হল, ডেঙ্গু। বনগাঁ থেকে শুরু করে হাবড়া, অশোকনগর, পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ ছেয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সবার শীর্ষে হাবড়া ও অশোকনগর। হাবড়া হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্করলাল ঘোষ বলেন, '১৩০টি শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে বর্তমান রোগীর সংখ্যা প্রায় ২৭৮জন। ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছেন ১২ জন।' হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তপতী দত্ত বলেন, পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। তবে ডেঙ্গু নির্মূল নয়। অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, '৩০ শয্যা বিশিষ্ট অশোকনগর হাসপাতালে বর্তমানে রোগী ভর্তি প্রায় দেড় শতাধিক। ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।'

তৃতীয় ফলা হল, ভাটপাড়া। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের পর থকে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তা কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর অব্যাহত। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন পরিস্থিতি নতুন নতুন করে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ভাটপাড়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'কাশ্মীর ঠাণ্ডা হলেও বাংলা ঠাণ্ডা হচ্ছে না।' বাস্তবিক ভাটপাড়ার অবস্থা এখনও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক তথা সাংবাদিক তাপস কুমার সরকার। এই তিনটি সমস্যা বা 'ফলা' শারদোৎসবের প্রাক্কালে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাবাসীর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় বিশেষজ্ঞমহল।

ডেঙ্গুর থাবা দক্ষিণেও

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : পুজোর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। জেলার কাকদ্বীপ, ভাঙড়-১ ও ২, বিষ্ণুপুর-২ এবং বজবজ-২ নম্বর ব্লকে ডেঙ্গু প্রবণতা বেশি। মশা বাহিত ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করতে ব্লক ও পঞ্চায়েতকে যৌথ উদ্যোগে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রতিটি ব্লকেই চলছে সচেতনতামূলক প্রচার। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের এই বিষয়ের নোডাল অফিসার জয়েন্ট বিডিও সুমন সাহা জানালেন, ব্লকের অন্তর্গত রানিয়া, সাউথ বাওয়ালী, নস্করপুর, সাতগাছিয়া অঞ্চলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে মানুষ। তাদের স্থানীয় মুচিশা লক্ষ্মী বালা দত্ত হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে। এবং সুস্থ আছেন। প্রতিটি অঞ্চলেই মশার লার্ভা মারতে স্প্রে হচ্ছে। মাইকের মাধ্যমে সচেতনতা মূলক প্রচার হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে সর্বস্তরের মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। বজবজ-২ নম্বর ব্লকে ২৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও বজবজ-২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জনস্বার্থে প্রচার হচ্ছে, যত্রতত্র জল জমতে দেবেন না, মশারি টাঙিয়ে ঘুমান, জ্বর হলেই স্থানীয় হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করান, ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে বেশি করে জল পান করুন ইত্যাদি।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন জেলার ১৬টি ব্লকে বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪০৭ জন। তবে কোনও মৃত্যুর পরিসংখ্যান নেই। ভাঙড়-১ ও ২ নম্বর ব্লকে ডেঙ্গু প্রবণতা বেশি। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে ব্লক ও পঞ্চায়েতগুলোকে আরও তৎপর হতে বলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

দুষ্কৃতীরাজ রুখতে বিশেষ অভিযান

কুশল দাশগুপ্ত : দুজনের কোমরে দুটি নাইন এমএম। সঙ্গে মোটরবাইক, মাথায় হেলমেট। আর হেলমেট খোলার পর তাদের নজর কোন দিকে কেউ যাতে বুঝতে না পারে সেই কারণে চোখে সানগ্লাস। শিলিগুড়ি শহরের অলিতে-গলিতে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমনই বেশ কয়েকটি মোটরবাইকে দুজন করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বাছাই করা পুলিশকর্মী। সকাল থেকে রাত শিলিগুড়ি শহরের অলিগলিতে এখন চক্কর কাটছে শিলিগুড়ি পুলিশ। বিগত এক মাস যাবত শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক অপরাধের ঘটনার পর এবার মোটরবাইক পেট্রোলিং এর ওপর জোর দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শহরের বিভিন্ন বাজার,

শিলিগুড়ি

শপিং মলের সামনের পথ,ব্যাংক, এটিএম এবং প্রধান সড়কগুলোতে মোটরবাইক চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ। শিলিগুড়ি শহরের বাগডোগরা থানা, মাটিগাড়া থানা, প্রধান নগর থানা,ভক্তিনগর থানা, শিলিগুড়ি থানা এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় পেট্রোলিং জিপ এর পাশাপাশি এই মোটরবাইক অ্যাম্বুস গ্রুপ শহরের দুষ্কৃতী রাজ দমনে বদ্ধপরিকর। বিগত এক মাসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানা এলাকায় একটি গোল্ড লোন ফাইনান্স কোম্পানির অফিসে প্রায় ১৩ কোটি টাকার সোনার গহনা ডাকাতির ঘটনা ঘটে, এরপর মাটিগাড়া থানা এলাকায় একটি বাড়িতে ডাকাতি, একটি গুদাম লুট,একটি এটিএমে চুরির চেষ্টার পাশাপাশি ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত আশিঘর আউটপোস্ট এলাকায় একটি জুয়েলারি থেকে সোনা এবং অর্থ লুট ও শিলিগুড়ি শহর এবং মাটিগাড়া থানা এলাকায় মহিলাদের গলার মালা ছিনতাইয়ের প্রচুর ঘটনা ঘটেছে গত একমাসে। প্রধান নগর থানা এলাকায় এক মহিলার হার ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটে কিছুদিন আগে। শিলিগুড়ি থানার সুভাষপল্লী এলাকাতে এক দম্পতিকে বোকা বানিয়ে সোনার অলংকার লুটের ঘটনা ঘটেছে বিগত এক মাসে। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ শহরের সবদিকে বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ পেট্রোলিং ভ্যান এর টহলের পাশাপাশি মোটরবাইকে শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ। এরপর পাঁচের পাতায়

হামলার শিকার অবৈতনিক শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজে পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রান্তিক মানুষদের জন্য বাড়িয়ে দিতে

হবে সাহায্যের হাত। রাজনৈতিক নেতাদের মিটিংয়ে মিছিলে এমন গালভরা কথা শুনতে রাজ্যের মানুষ অভ্যস্ত। কিন্তু সেই পিছিয়ে পড়া এলাকায় যদি প্রমোটারের দৃষ্টি পড়ে তাহলে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা কিভাবে আক্রান্ত হয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখা গেল উত্তরপাড়ার হিন্দমোটরের দাসপাড়া বাসস্ট্যান্ড অঞ্চলে জি টি রোডের ওপর বাজার এলাকায়।

উত্তরপাড়া থেকে কলকাতার দিকে যেতে গঙ্গার ধার দিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি পুরনো ইঁটভাটা। এর মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে রয়ে গিয়েছে শ্রমিক পরিবারের প্রান্তিক মানুষের বসবাস। কোনও রকমে দিন গুজরান করেন এঁরা। এই সব পরিবারের শিশুদের স্কুলে যাওয়া ও পড়াশুনা চালানো বিলাসিতার সামিল। বঞ্চনার হাত ধরে হয়তো এই ইঁট ভাটা ঝুপড়ি থেকেই উঠে আসবে প্রখ্যাত দুষ্কৃতীরা। সেটা যাতে না হয় তার জন্য এগিয়ে এলেন স্থানীয় দুই শিক্ষক। ঝুপড়ি এলাকায় গড়ে তুললেন এক অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। এত দিন যেসব শিশুরা সারা দিন ধরে অকাজ-কুকাজে দিন কাটাতো তারাই একজোট হয়ে ভিড় জমালো এই দুই শিক্ষককাকুর স্কুলে। আগ্রহ ভরে শুরু হলো পড়াশুনো। এর সঙ্গেই বাড়তি পাওনা হিসাবে তারা পেল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। অবশ্য এই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

আদি গঙ্গায় নমামি গঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে আদিগঙ্গা ওরফে টালি নালা সংস্কারে বহু দিনের প্রচেষ্টা এবার হয়তো বাস্তবায়িত হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের একটি শর্ত নিয়ে কলকাতা পুরসংস্থা একাধিকবার বাধার সম্মুখীন হয়। গত ২৮ আগস্ট মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, অত্যন্ত আনন্দের খবর, প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর ধরে 'নমামি গঙ্গে'র সঙ্গে আমাদের কলকাতা পুরসংস্থার মনোমালিন্য চলছিল। তারা একটা 'হ্যাম মডেল' করেছিল অর্থাৎ যে সংস্থা কাজটা পাবে, তাকে ১৫ বছর ধরে পেমেন্ট করা হবে। পুরসংস্থা আট থেকে ন'বার এ বিষয়ে টেন্ডার করেছিল। কিন্তু এমন কোনও সংস্থাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যারা এই কাজটা করবে। অর্থাৎ টালি নালা নিয়ে গত চার থেকে পাঁচ বছর যাবৎ অহেতুক সময় চলে যায়। আমরা তখন বললাম ডিবিওটি মডেলের বিষয়টি। যে মডেলে যে কাজটা করবে তারাই দেখভাল করবে। প্রায় চার বছর বাদে 'নমামি গঙ্গে মন্ত্রক আজ ২৮ আগস্ট বিষয়টিতে অনুমোদন দিয়েছে। কলকাতা পুরসংস্থা আশা করা যাচ্ছে, পুরসংস্থা টালি নালাটাকে পরিষ্কার রাখার বিষয়ে যে উদ্যোগটা গ্রহণ করেছিল সেটা এবার বাস্তবায়িত হবে।

ভাঙা পথের আবর্তে নাজেহাল ডাঃহাঃ

তিলে তিলে বেড়ে ওঠা শহর আজ বড় অসহায়। শহরের দুই প্রান্ত যেন অবরুদ্ধ করে দিয়েছে শহরের মানুষের জনজীবনকে। একদিকে নদী ভাঙনের ফলে জাতীয় সড়ক নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় প্রধান রাস্তায় বন্ধ হয়েছে যান চলাচল। ফলে প্রশ্নের মুখে ডায়মন্ড হারবারের পর্যটন শিল্প। অন্যদিকে নদী ভাঙনের ফলে প্রধান রাস্তা বন্ধ হওয়ায় শহরের মধ্যে বাইপাস রোড ব্যবহার করতে হচ্ছে যান চলাচলের জন্য। এর ফলে লোকসানের মুখে পরিবহন ব্যবস্থা। পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবারের জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় কপালে ভাঁজ হোটেল ব্যবসায়ীদের। গত কয়েক মাস ধরেই নেই কোনও পর্যটকের আনাগোনা। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি নদী পার ভাঙনের ফলে কার্যত আতঙ্কিত হয়ে ডায়মন্ড হারবারে আসছেন না পর্যটকরা।

অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার মূল শহরকে যুক্ত করেছে ব্রিটিশ আমলে তৈরি লালপোল। পরবর্তী সময়ে লালপোল এর বিকল্প হিসেবে নতুন পোল তৈরি হয়। বর্তমানে কয়েক মাস ধরে ভগ্নদশার কারণেই বন্ধ রয়েছে লালপোল।তাই যাতায়াতের জন্য একমাত্র ভরসা এখন নতুন পোল। এরই ফলে শহরের মধ্যে বাড়ছে যানজট। এরপর পাঁচের পাতায়

আয় কম, কর্মী সঙ্কটে তাল কাটছে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে

দেবাশিস রায়

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলার মৃৎশিল্পের প্রসঙ্গ উঠতেই যে জায়গার নামটি প্রথম মনে আসে তা হল কৃষ্ণনগর। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নদিয়ার পূণ্যভূমিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে কয়েকশো বছর আগে যে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সূচনা হয়েছিল তার নামডাক জগত জুড়ে। কালের গতিতে সেই ঐতিহ্যবাহী শিল্পে এখন তাল কাটতে শুরু করেছে। প্রতিনিয়ত দক্ষ কর্মীর অভাব মৃৎশিল্পকে সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে। এই কর্মী সংকটের মধ্যে পড়ায় আসন্ন দুর্গা পুজোর বায়নাতেও শিল্পীর ঘরে কার্যত ভাটার টান।

মাটির তৈরি পুতুল, প্রতিমা, মডেল সহ নানাবিধ শৌখিন হস্তশিল্প সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত নদিয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগর। শহরের একপ্রান্তে ঘুর্ণি এলাকায় মূলত মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছে। ঘুর্ণির আনাচকানাচে কয়েকশো শিল্পী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সৃষ্টিতে মশগুল। তাঁদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সৃষ্ট মাটির পুতুলগুলি যেন কথা বলে। এখন অবশ্য সারাটা বছর এখানে মাটির পাশাপাশি প্লাস্টার অব প্যারিস, ফাইবার, সিমেন্ট এমনকি পাথরের মূর্তি, মডেল সহ নানাবিধ ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি হয়।

তবে, এখানকার মৃৎশিল্পীরা সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকেন দুর্গাপুজো সহ বেশ কিছু উৎসবের দিকে তাকিয়ে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ পার্বণ দুর্গাপুজো সহ বিভিন্ন উৎসবের আকর্ষণকে দ্বিগুণ করে তোলার জন্য নানান আঙ্গিকের মডেলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কৃষ্ণনগরে মডেল তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী

বর্তমানে এই ধরনের মডেলের বেশিরভাগটাই তৈরি হয় ফাইবার দিয়ে। তবে এক্ষেত্রে প্রথমে মাটি দিয়েই মডেলের ছাঁচ বানিয়ে নিতে হবে। বিভিন্ন আকৃতির মডেল তৈরির জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ কর্মী। মডেলের ছাঁচ ও কাঠামো তৈরি, রং করা সহ বিভিন্ন ধাপে দক্ষ কর্মীদের প্রয়োজন হয়। এই কর্মীরা প্রধান মৃৎশিল্পীর নির্দেশে প্রতিটি ধাপের দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করেন। কিন্তু বর্তমানে এধরণের কর্মীর যথেষ্টই অভাব দেখা দেওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে অক্ষম মৃৎশিল্পীরা।

দিনকয়েক আগে ঘুর্ণির আনাচকানাচে গিয়ে দেখা মিলল কয়েকজন মৃৎশিল্পীর। তাঁদের কেউ মাটির ছোটো ছোটো পুতুল তৈরি করছিলেন। কর্মীদের একজনকে দেখা গেল একটা মডেলের ছাঁচে প্লাস্টার অব প্যারিসের পুরু প্রলেপ লাগাতে। কোথাও মডেলের কাঠামো অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তবে, কোথাও যেন সেই ব্যস্ততাটা চোখে পড়ল না। সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ পার্বণ দুর্গোৎসব। এসময় মৃৎশিল্পীদের ফুরসত মেলে না। অথচ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের গলায় হতাশার সুর।

এখানকার বিশিষ্ট এক মৃৎশিল্পী দেবকুমার পাল। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করছেন। তাঁর কাজ একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভিনরাজ্যের মানুষের প্রশংসা লাভ করেছে। বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে তাঁর কাজ নানা প্রান্তে পৌঁছে যায়। এবারও কলকাতার একটি দুর্গাপুজো মণ্ডপে তাঁর তৈরি বিভিন্ন আঙ্গিকের ফাইবার মডেল শোভা পাবে। সেই দেবকুমার পালের কণ্ঠেও হাতাশার সুর ভেসে উঠেছে। তিনি বলেন, আমাদের এই শিল্পে এখন দক্ষ কর্মীর খুব অভাব। এই শিল্পে কাজ করে কর্মীদের এখন পোষাচ্ছে না। বেশিরভাগই মোটা টাকা রোজগারের জন্য নানা জায়গায় চলে যাচ্ছে। নানান জায়গায় প্যাণ্ডেলের সাজসজ্জা তৈরি সহ বিভিন্ন ধরনের নকশাদার কাজে এই কর্মীদের কদর রয়েছে। ওইসব কাজে মজুরির পরিমাণ বেশি থাকায় অনেকেই চলে যাচ্ছে। তাই আমরা অনেকেই এখানে দক্ষ কর্মী সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছি। বিগত দুবছর ধরে এমনটা চলছে। ২০১৬ সালে দুর্গাপুজোর জন্য প্রায় ২০০ মডেল বানিয়েছিলাম। অথচ এবার মডেল সংখ্যা মাত্র ২০-২৫টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্যোক্তাদের চাহিদা থাকা সত্বেও কর্মী সংকটের কারণে আমরা কাজের অর্ডার নিতে পারছি না। আরও এক মৃৎশিল্পী সীমান্ত পাল বলেন, একাজে লেবারের খুব সমস্যা চলছে। ফলে কাজ কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আয় কম। এরকম চলতে থাকলে সমস্যা আরও বাড়বে।

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 46, 7 September - 13 September, 2019

১১ হাজারকে চেখে দেখে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে নিফটি

পার্থসারথি গুহ

বছর খানেক আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১১,৭৫০। কিছুদিন আদে সেই রেকর্ড ভাঙে নিফটি। ১১,৭৬১ ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মাইলস্টোন গড়ে তোলে নিফটি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ র সেপ্টেম্বরে এই উচ্চতা স্পর্শ করে ছিল নিফটি মহারাজ। এদিন তাকে ছাপিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য বিক্রির তোড়ে ১১,৭০০ ও ভেঙে যায়। দিনের শেষে ১১,৬৩০ এ বন্ধ দিয়ে নেতিবাচক এন্ডিং হয়। সেই জায়গাকে ছাপিয়ে আবারো একটা নতুন উচ্চতা গড়ে ফেলে মিস্টার নিফটি। সেই টপ হল ১১,৮৫০। আগেরবারের মতো এবারেও এই উচ্চতায় যাওয়ার পরেই একটা সেল অফ দেখা যায়। যদিও ১১,৭৫০ এর ওপর ক্লোজিং যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

সেনসেক্সও অনুরূপভাবে নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এর ফলে ভোটপর্ব মেটার মাস দুয়েক আগেই এই বুলিশ জায়গায় চলে গিয়েছিল

অর্থনীতি

ভারতীয় সূচক জোর। ভোট পর্যন্ত সময় আরো বৃদ্ধি না কিছুটা সেটব্যাক সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছিল। তবে এবারের কেনায় নিশ্চিতভাবে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ একটা বড় ব্যাপার। অবশ্য গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার খেলা এই বিদেশিরা আগেও দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে ডোমেস্টিকরা অনেক নিরাপদ। কিন্তু তাদেরও কেনার একটা লিমিট আছে।

এরপরেও নিফটি আরও উচ্চতার ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। নমো–২য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ১২ হাজারের অক্ষরেখা অতিক্রম করার স্পর্ধাও দেখিয়েছে নিফটি মহারাজ। সেখান থেকে গত মাস দুয়েক ধরে নিফটি সূচক প্রায় ১২–১৩ শতাংশ কারেকশন সেরে বসে আছে। যা নিঃসন্দেহে টেনশনে রেখেছে বিনিয়োগকারীদের।

বুলরা মূলত বাজারের বাড়ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বাড়া বা কমার মধ্যেই বুল–বেয়ারদের লড়াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে। অধুনা তৃণমূল–বিজেপি লড়াই বা মেসি–নেইমার সংঘর্ষের মতোই মাঝে মধ্যে বুল বেয়ারদের মধ্যে ধুন্ধুমার বেঁধে যায় ট্রেডিংয়ের হাউজের মধ্যে। খেলার মাঠে তাও মধ্যস্থতা করার জন্য তো একজন রেফারি থাকে। আবার রাজনীতির ঝামেলা থামানোর জন্য ময়দানে আবির্ভূত হয় প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি বা মাতব্বররা।

ব্রোকিং ফার্মের মালিক বা অন্য ট্রেডারদেরই তখন এদের সামলাতে আসরে নামতে হয়। যথারীতি বাজার বা কোনও শেয়ার সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর হতাশা থেকেই এই বৈরিতা তৈরি হয়। ধরা যাক মলয়বাবু কোনও শেয়ার কিনলেন। প্রচুর সংখ্যায় কিনলেনও বটে। এবার প্রলয়বাবুর মনে হল বাজার তো মোটেই জুতসই নেই। এই প্রেক্ষিতে ওই শেয়ার কেনা উচিত হয়নি। এবার তিনি আগবাড়িয়ে মলয়বাবুকে বলেই ফেললেন, দাদা এতগুলো শেয়ার কিনলেন। বাজার তো সুবিধার বুঝছি না। ব্যস, যেই না বলা। অমনি খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল দুই বর্ষীয়ান মানুষের মধ্যে। তর্কাতর্কি তো হলই। কখনও কখনও হাতাহাতি বেঁধে যাওয়ারও উপক্রম হয়। আসলে অর্থবাজারের গতিপথ নিয়ে যথারীতি নানা মুনির নানা মত থাকে। এর মধ্যে কেউ হয়তো ভেবে বসলেন সব ঠিক হ্যায়। এক্ষেত্রে তিনি হলেন বুল ভাবালম্বী। আবার কেউ ভাবলেন, না যা হচ্ছে তা সুবিধের নয়। বড় কারেকশন বা পতন নেমে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি হলেন বেয়ার চিন্তাধারার পাবলিক। অর্থাৎ বাজার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা পোষণ করেন। এই বুল ও বেয়াররা যখন যেদিকে পাল্লায় ভারী হন তখন বাজার সেদিকে চলতে থাকে। রঙ পাল্টাতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে।

অনেকসময়ই আন্তর্জাতিক কিছু বিষয় অর্থবাজারকে দোলা দিয়ে যায়। কিছুদিন আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসা বা ব্রেক্সিটকে কেন্দ্র করে বিশ্বময় শেয়ার বাজারে কম্পন জেগেছিল। উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিমের খামখেয়ালিপনাও মাঝে ত্রাস ছড়িয়েছিল তামাম দুনিয়ায়। পাকিস্তানের সঙ্গে আকচাআকচি যেমন মাঝেমধ্যেই ভারতকে চিন্তায় রাখে। একইভাবে ডোকালাম নিয়ে চিনের সঙ্গে চাপানউতোরও ভারতের অর্থবাজারকে প্রভাবিত করে।

এর বাইরে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ বিগ্রহ, জঙ্গি হানা ইত্যাদিও শেয়ার বাজারকে ছুঁয়ে যায় বেশ ভালোমতোই।

রাজ্য সরকারে ৩৩৬৮৭ শূন্যপদে নিয়োগ শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন দফতরে ৩৩,৬৮৭ জন কর্মী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিয়োগ হবে 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' গ্রুপে। অর্থ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়োগ হবে জরুরি ভিত্তিতে, স্পেশ্যাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভের মাধ্যমে। কোন দফতরে কত কর্মী নিয়োগ হবে সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য না জানানো হলেও গ্রুপ অনুসারে শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী নিয়োগ হতে চলেছে 'সি' গ্রুপে। এই গ্রুপে মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১৩,৭২৩টি। 'বি' গ্রুপে শূন্যপদ ৯,১২৭টি। এরপর রয়েছে গ্রুপ 'ডি'। এই গ্রুপের শূন্যপদ ৬,৭৮০টি। 'এ' গ্রুপের শূন্যপদ ৪,০৫৭টি।

গ্রুপ ও ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : গ্রুপ 'এ' : ৪,০৫৭টি (সাধারণ ২,২৩১, তফসিলি জাতি ৮৯৩, তফসিলি উপজাতি ২৪৩, ও বি সি–এ ৪০৬, ও বি সি–বি ২৮৪)। এর মধ্যে ১৬২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

গ্রুপ 'বি' : ৯,১২৭ টি (সাধারণ ৫,০১৯, তফসিলি জাতি ২,০০৮, তফসিলি উপজাতি ৫৪৮, ও বি সি – এ ৯১৩, ও বি সি – বি ৬৩৯)। এর মধ্যে ৩৬৫টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

গ্রুপ 'সি' : ১৩,৭২৩টি (সাধারণ ৭,৫৪৮, তফসিলি জাতি ৩,০১৯, তফসিলি উপজাতি ৮২৩, ও বি সি – এ ১,৩৭২, ও বি সি – বি ৯৬১)। এর মধ্যে ৫৪৯ টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

গ্রুপ 'ডি' : ৬,৭৮০টি (সাধারণ ৩,৭২৯, তফসিলি জাতি ১,৪৯১, তফসিলি উপজাতি ৪০৭, ও বি সি–এ ৬৭৮, ও বি সি – বি ৪৭৫) এর মধ্যে ২৭১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিপ্রন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

এই নিয়োগ–সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তি কবে নাগাদ প্রকাশিত হবে তা অবশ্য জানা যায়নি।

এয়ার ইন্ডিয়ায় ১৭০ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৭০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইভার নেবে এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস। এটি এয়ার ইন্ডিয়ার অধীনস্থ ভর্তুকিপ্রাপ্ত একটি সংস্থা ৫ বছরের চুক্তিতে সংস্থার চার রিজিয়নে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও ফিনান্সে নিয়োগ করা হবে।

রিজিয়ন অনুসারে শূন্যপদ : নর্দান রিজিয়ন : শূন্যপদ ৫০টি। ইস্টার্ন রিজিয়ন : শূন্যপদ ১৫টি। সাদার্ন রিজিয়ন : শূন্যপদ ২৫টি। ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন : শূন্যপদ ৮০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক সহ কম্পিউটারে অন্ততপক্ষে ৬ মাস মেয়াদের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। অথবা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি সি এ বা বি এসসি বা গ্র্যাজুয়েট। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বা ডেটা এন্ট্রি বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ,ক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এছাড়া এয়ারক্রাফট মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা থাকলেও আবেদন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে অ্যাভিয়েশন সংক্রান্ত সফটওয়্যারের কাজকর্মে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ৩৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে চাড় পাবেন। অ্যাভিয়েশন সংক্রান্ত সফটওয়্যারের কাজকর্মে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ১৯,৫৭০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে স্কিল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। স্কিল টেস্ট হবে ১ থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে। লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২০ অক্টোবর।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.airindia.in দরখাস্ত করা যাবে ৭ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর।

নদিয়া জেলায় স্বাস্থ্যকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং কালা–আজার টেকনিক্যাল সুপারভাইজার পদে ২৭ জনকে নেবে নদিয়া জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন, ন্যাশনাল হেলথ মিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োগ হবে। চুক্তির মেয়াদ ২০২০–র ৩১ মার্চ পর্যন্ত। তবে ভালো কাজের নিরিখে চুক্তির মেয়াদ বাড়তে পারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CMOH–Nad/6760.

শূন্যপদের বিবরণ : স্টাফ নার্স (ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন) : ১৪টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি–এ ২, ও বি সি– বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকা আবশ্যক। বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৭,২২০ টাকা।

কালা আজার টেকনিক্যাল সুপারভাইজর (ন্যাশনাল হেলথ মিশন) : ৩টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি –এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে বায়োলজি পড়ে থাকতে হবে। প্রার্থীর বৈধ টু–হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। হেলথ সুপারভাইজার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ৫০ তেকে ৬২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৭,৭২০ টাকা।

ল্যাব টেকনিশিয়ান (ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার) : ৬ টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি–এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে বি এসসি অথবা ডিপ্লোমা। স্নাতকদের ক্ষেত্রে ১ বছর এবং ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন প্রতি মাসে ১৩,০০০ টাকা।

মেডিক্যাল অফিসার–ফুল টাইম (এন ইউ এইচ এম) : ৪টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বি বি এস। ১ বছরের বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ৬৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.nadia.nic.in

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ ১০০ টাকা (তফসিলি, ও বি সি এবং অন্যান্য সংরক্ষিত ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৫০)–র ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'The Secretary, District Health & Family Welfare Samity, Nadia'–এর অনুকূলে কৃষ্ণনগর, নদিয়ায় প্রদেয় হতে হবে।
* প্রার্থীর এক কপি রঙিন ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাক বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Chief Medical Officer of Health, Name & Secretary, District Health & Family Welfare Samity, 5, DL Roy Road, P.O.– Krishnanagar, District–Nadia, Pin : 741101.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সমিশনে টেকনিশিয়ান ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৬ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং দেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সমিন কোম্পানি। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস ১৯৯২ অনুসারে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল শাখায়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : WBSETCL/Apprentice/2019/01.

আসনসংখ্যার বিবরণ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ৪০টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি – এ ৪, ও বি সি – বি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : ১৬টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি –এ ২, ও বি সি – বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এ আই সি টি ই দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক।

বয়স : ১–১২–২০১৮ তারিখে টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে অন্তত ১৮ বছর এবং গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে অন্তত ২২ বছর হতে হবে।

স্টাইপেণ্ড : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে ৩,৫৪২ টাকা এবং গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে ৪,৯৮৪ টাকা।

সব ক্ষেত্রেই ২৯১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে যোগ্যতামান নির্ণায়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা কেবল আবেদনের যোগ্য। এর আগে কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকলে বা কোথাও কর্মরত থাকলে আবেদন করবেন না।

প্রথমে প্রার্থীকে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mhrdnats.gov.in রেজিস্ট্রেশনের পর এনরোলমেন্ট নম্বর সহ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। রেজিস্টার্ড প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হবে। এরপর নির্বাচিত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ও নথিপত্র যাচাই করা হবে।

আবেদনের পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.wbsetel.in

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্মারক নং : ১৪৮৯/এসএনবি তাং : ০২ ২০১৯

দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুর ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে একবছরের জন্য গ্রাম রোজগার সহায়ক পদে নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের চুক্তিবদ্ধ করান হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা
সোনারপুর–২	গ্রাম রোজগার সহায়ক	১
খেয়াদহ–১	গ্রাম রোজগার সহায়ক	১
প্রতাপনগর	গ্রাম রোজগার সহায়ক	১

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রার্থীকে অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বিজ্ঞান শাখায় কমপক্ষে ৫০% প্রাপ্ত নম্বর হতে হবে।
২) কম্পিউটার বিষয়ক যোগ্যতা – প্রার্থীকে যে কোনো অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয়ে কমপক্ষে ছয়মাসের প্রশিক্ষণ উত্তীর্ণ হতে হবে।
৩) স্থায়ী বাসিন্দা ও বয়স– প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে এবং ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছরের কম হতে হবে এবং বাহিরে কাজ করবার জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
উপরিউক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা বিশদ বিবরণ সহ নির্দিষ্ট আবেদন পত্র পাইতে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সোনারপুর ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনার যোগাযোগ করিতে হইবে। আবেদন পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ের স্বপ্রত্যায়িত অনুলিপি সহ আগামী ১৮.০৯.২০১৯ তারিখের মধ্যে সোনারপুর ব্লক অফিসে জমা দিতে হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আদেশনামা অনুসারে মাসিক চুক্তি ভাতা প্রদান করা হইবে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ সেপ্টেম্বর আগস্ট – ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

শব্দবার্তা ১৪৪

১		২		৩	■	৪	
	■		■		■		■
৫			■	৬			৭
	■		■		■	■	
	■	■	৮	■	৯	■	
১০	১১			■	১২		
■		■		■		■	
১৩		■	১৪				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মনগড়া ব্যাপার ৪। ভ্রমর ৫। মুসলমান পন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ৬। হাঁসজাতীয় পাখি ১০। হিজরি সালের প্রথম মাস ১২। অনুরাগের অভাব, ঔদাসিন্য ১৩। বুদ্ধিহীন, নির্বোধ ১৪। স্বর্ণ।

উপর–নীচ

১। কার্ল মার্কস প্রবর্তিত সাম্যবাদ ২। কাঁপছে এমন ৩। খ্যাতনামা ৪। প্রাণবায়ু জীবন ৭। তরল হয়ে স্রোতের মতো ক্ষরিত হচ্ছে এমন ৮। আজেবাজে লোক ৯। অন্যায় বিচার ১১। উত্তপ্ত প্রবাহ।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪৩

পাশাপাশি : ১। সহস ৩। কনীনিকা ৫। বদর ৬। নরক ৭। নবোদয়। ৮। সোমরস ১০। বিরল ১২। পুকুর ১৩। অনাবিল ১৪। মগজ।

উপর–নীচ : ১। সলমন ২। জবরদখল ৩। কর ৪। নিকর ৬। নরমগরম ৯। সরসিজ ১১। রচনা ১২। পুল

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪৬ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং থেকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ এবং অ্যাপ্রেন্টিসেস রুলস, ১৯৯২ অনুসারে আই টি আইয়ের বিভিন্ন ট্রেডে ১ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে কর্নাটকের কাইগা সাইটে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : NPCIL/Kaiga Site/HRM/TA/01/2019

ট্রেড অনুসারে আসনসংখ্যার বিবরণ : ফিটার : ১২টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান : ২৩টি, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক : ৮টি, ড্রাফসটম্যান (সিভিল) : ৩টি। শিক্ষগত যোগ্যতা : এন সি ভি ট বা এস সি ভি টি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই কোর্স পাশ। বয়স : ১৬–৯–২০১৯ তারিখ ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা অন্তত ১৩৭ সেমি হতে হবে। ওজন অন্তত ২৫.৪ কেজি। বুকের ছাতি অন্তত ৩.৮ সেমি ফোলাতে পারা চাই।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

প্রথমে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.apprenticeship.gov.in আবেদনের সময় প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, ফটো, সই ইত্যাদি আপলোড করতে হবে। এরপর ওই ওয়েবসাইটের এস্টাব্লিশমেন্ট সার্চ অপশনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নাম সিলেক্ট করতে হবে এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ের জন্য আবেদন করতে হবে অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর।

আবেদনের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.npcil.nic.in

আতস কাঁচে

ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ এক পথ দুর্ঘটনায় ট্রাকের চাকায় পৃষ্ট হয়ে শনিবারই মৃত্যু হয়েছিল টুম্পা হালদারের(১৮)। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল বাইক চালক মনোহর খান ওরফে ছোট্টু(১৭)।শনিবার গভীর রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয় ছোট্টুর। উল্লেখ্য শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন ধোপার মোড় এলাকায় একটি ট্রাক পিষে দেয় বাইকচালক সহ বাইক আরোহী মহিলার। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয়রা তড়িঘড়ি গুরুতর জখম অবস্থায় মনোহর এবং টুম্পাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ট্রাকের চাকা টুম্পার কোমরের উপর উঠে পড়ায় তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথেই দুপুরে টুম্পা হালদারের মৃত্যু হয়।এরপর গভীর রাতে মৃত্যু হয় বাইক চালক মনোহর খান ওরফে ছোট্টুর।

গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রাতের অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ উঠলো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা এলাকার বেশ কয়েকজন যুব তৃণমূল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম নেচ্ছারুন সেখ(৩৯)। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর পেটুয়াখালির হালদার পাড়া এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩০ আগষ্ট গোষ্ঠী কোন্দলে সংঘর্ষ হলে চড়াবিদ্যার ৪ নম্বর পেটুয়াখালির লস্কর পাড়ায় দুই মহিলা সহ মোট তিনজন মূল তৃণমূল কর্মী সমর্থক আহত হয়। অভিযোগ এরপর থেকেই প্রতিদিন বেশ কিছু যুব তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ৪ নম্বর পেটুয়াখালি হালদাপাড়া এলাকায় ঘরছাড়াদের কে খোঁজখবর শুরু করে। শনিবার রাতেও তেমনই বেশ কয়েকজন যুবতৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হাফিজুলের বাড়িতে চড়াও হয়ে খোঁজ করতে থাকে হাফিজুল সেখ কে। সেই মুহূর্তে ঘরে ছিলেন হাফিজুলের স্ত্রী নেচ্ছারুন সেখ ও তার বছর ছয়েকের শিশুকন্যা মাফুজা সেখ। দুষ্কৃতীরা হাফিজুল কে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছোট্ট মাফুজা বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীরা তাকে ব্যাপক মারধোর করে। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীরা গৃহবধূ নেচ্ছারুন সেখ কে মুখ বেঁধে মেয়ের সামনে তার মা কে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ তদন্ত করছে।

মূক বধির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মূক বধির এক ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার পথে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আউব খান নামে এক ব্যাক্তি কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ।

জানা গেছে গত ২৬ আগষ্ট জীবনতলা থানা এলাকার মূক বধির ওই ছাত্রী ক্যানিংয়ের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল অক্ষম স্কুল যাওয়ার সময় আউব খান নামে এক ব্যাক্তি আচমকা তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। কোনক্রমে অভিযুক্ত আউব খানের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কে জানায় ওই ছাত্রী। ছাত্রীর কথা শুনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পার্কসার্কাসের বাসিন্দা আউব খান ক্যানিংয়ের একটি নামী রেস্তোরাঁ তে বিরিয়ানী তৈরি করার কাজ করেন। সেই সূত্রে এদিন ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এমন সময় ওই ছাত্রী বিদালয়ের অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। ছাত্রীদের সাথে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক শিক্ষকও ছিলেন। আউব কে দেখে মুহূর্তে ওই ছাত্রী শনাক্ত করে।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সাধারণ পথচারীরা ধরে ফেলে ক্যানিং থানা খবর দেয়। মুহূর্তে ক্যানিং থানার পুলিশ গিয়ে প্রথমে আউব খানকে আটক করলেও পরে পোকসো আইনে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্ত কে আদালতে তোলা হবে।

কেরোসিনখেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কেরোসিন তেল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক গৃহবধূ। আর তার জেরেই ওই গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন,আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা গিয়ে বেধড়ক মারধোর শুরু করল গৃহবধূর স্বামী কে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কলেজ মোড় এলাকায়।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর বেশ কিছুদিন আগে রাজা সরদার ও অনিতা সরদার প্রেম ভালোবাসা করে বাড়ির অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল তারা। বিয়ের পর থেকেই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে শুরু হতে থাকে গন্ডগোল। সোমবার রাতেও গন্ডগোল হয়। এরপর অনিতা কেরোসিন তেল খেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন। এই খবর পাওয়ার পরই মেয়ের বাড়ির লোকজন জড়ো হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে মধ্যে অনিতার স্বামী রাজা কে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বেধড়ক মারধোর শুরু করে।এই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পাশাপাশি হাসপাতালের মধ্যে থাকা রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়েই ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

বৌকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিবাহ বহির্ভূত একাধিক সম্পর্কের জেরে এক গৃহবধূ কে খুন করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি বিষ খেয়ে নিজের দেহে ছুরি মেরে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলো ওই যুবক। মৃত গৃহবধূর নাম ছবি মন্ডল(৩২)। গুরুতর জখম অবস্থায় বছর পঁয়তাল্লিশের যুবক প্রদীপ মন্ডল গোসাবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসাধীন।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন কোস্টাল থানার লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রজতজুবিলি গ্রামে। এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রজতজুবিলি গ্রামের রথীন মন্ডল ওরফে হলধরের সাথে বছর কুড়ি আগে ছোট মোল্লাখালির কালিদাসপুর গ্রামের ছবি মন্ডলের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়।পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য গৃহবধূর স্বামী রথীন মন্ডল কখনো আন্দামান আবার কখনো তামিলনাড়ু, কেরালাতে কাজ করেন।কাজের সুবাদে স্বামী ভিনরাজ্যে থাকায় ছবি মন্ডলের সাথে বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানীয় প্রতিবেশী যুবক প্রদীপ মন্ডলের সাথে। রথীন বর্তমানে আন্দামানে থাকায় দিব্যি চলছিল বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক। ইদানিং ওই গৃহবধূ আরো একজনের সাথে বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে তা জানতে পারে প্রদীপ মন্ডল। মঙ্গলবার রাতে প্রদীপ মন্ডল ওই গৃহবধূর বাড়িতে ঢুকে তাকে খুন করে বলে অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি ওই যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করে ছুরি দিয়ে নিজের দেহে একাধিক আঘাত করে বিষ পান করে। ঘটনার খবর চাউর হতেই প্রতিবেশীরা ভীড় জমান রথীন মন্ডলের বাড়ির সামনে। প্রতিবেশীরাই গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় প্রদীপ কে। পরে আশঙ্কাজনক হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে সেখান থেকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার সঠিক তথ্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তা বেহাল, দিদিকে বলেও মেলেনি সুরাহা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : দীর্ঘ প্রায় এক মাস হয়ে গেল দিদিকে বলো ফোন নম্বর এবং একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। জনসাধারণ যাতে করে তাঁদের অভাব অভিযোগ সমাধানের জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী কে জানাতে পারেন এবং যাতে করে সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ ঘটে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চালু হয়েছে ৯১৩৭০৯১৩৭০ ফোন নম্বর এবং www.didikebolo.com একটি ওয়েবসাইট।

দিদিকে বলোতে অনেকেই ফোন করে মুহূর্তে যেমন উপকৃত হয়েছেন,তেমনই আবার অনেকে ফোন করেও কোন উপকার পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙা–ক্যানিং এবং বাসন্তী–জামতলা রুটের দীর্ঘ প্রায় একবছর অতিক্রম হতে চললো বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। আবার হেড়োভাঙা থেকে গোলাবাড়ি এবং হেড়োভাঙা থেকে জামতলা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বেহাল হওয়ায় যাতায়াতের সময় নরক যন্ত্রনা পোহাতে হয় সাধারণ মানুষজনদের । এছাড়াও এই দুটি রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত ক্যানিং ১ ব্লকের ইটখোলা রাজনারায়ণ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল,বাদামতলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,হেড়োভাঙা সুখসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,গোলাবাড়ি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,কুলতলি ব্লকের কচিয়ামারা হেমচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল,পূর্বশ্যামনগর বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের শিক্ষক,শিক্ষিকা,ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ নিত্যযাত্রীরা নরক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনই বাধ্যতামূলক ভাবে এই কঙ্কালসার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।রাস্তা সংস্কার এবং যাতে করে বাস চলাচল করে তার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতানেত্রী থেকে প্রশাসনের দরজায় দরজায় কড়া নাড়লেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

পরিস্থিতির করুণ দুর্দশার মধ্যে চলতে গিয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী গত ১৬ আগষ্ট দিদিকে বলোতে ফোন করে সমস্যার কথা জানান।

দিদিকে বলো থেকে জানানো হয় পরে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। একপক্ষ কাল সময় অতিবাহিত হলেও সমস্যার কোনও সুরাহার কিংবা আশ্বাস না পাওয়ায় ভেঙে পড়েছেন শিক্ষক সহ বেশ কয়েকজন ছাত্রীছাত্রী।এলাকাবাসীদের দাবি আদৌ বাস চলবে কি না তার কোনও দিশা নেই,প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ফলে এই দুটি রোডে সন্ধ্যা পাঁচটার পর অটোতে অতিরিক্ত গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে যাতায়াত করতে হয়।মুমূর্ষরোগীর ক্ষেত্রে এই জঘন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় নাভিশ্বাস উঠে যায়।পাশাপাশি এই রাস্তা দুটির পাশে গড়ে উঠেছে চার টি বড় বড় বাজারহাট।সেখানে বাস না চলায় বাড়িত অতিরিক্ত খরচ করে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসতে হয়। ফলে এই চারটি বাজার এলাকা দ্রব্য মূল্য অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষজনও।

যুব তৃণমূলের দিদিকে বলো
সোনারপুর উত্তরে সামিল কর্মীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে দিকে দিকে দিদিকে বলো কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কর্মসূচি এতদিন পর্যন্ত বিধায়ক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নির্দেশে এখন দিদিকে বলো কর্মসূচি যুবনেতাদের অনুষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক, টাউন এবং ওয়ার্ড স্তরে দিদিকে বলো কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সেই নির্দেশেই আজ বিকেলে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত সি/ফাইভ বাসস্ট্যান্ডের কাছে দিদিকে বল কর্মসূচির জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অমিতাভ দত্ত।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা অমরেশ সরদার এবং গড়িয়া টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আহ্বায়ক পার্থ দাস রায়, নরেন্দ্রপুর টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আহ্বায়ক মইনুদ্দিন মন্ডল।

সোনারপুর উত্তর বিধানসভার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অমিতাভ দত্ত বলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই দিদিকে বল কর্মসূচি তারা পালন করছেন।

তিনি বলেন এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই তাদের কাজ। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই কর্মসূচিকে সফল করতে চায় তারা। আগামী দিনে এই কর্মসূচি নিয়ে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে এই কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দিতে চান।

কাকদ্বীপে এসপি অফিস ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপর হামলার প্রতিবাদে সোমবার বিকাল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে সুন্দরবন জেলা এস পি অফিস ঘেরাও করে কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থক। সন্ধ্যায় বিজেপির জেলা সভাপতি(পশ্চিম) অভিজিত দাসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দাবি সম্মিলিত একটি ডেপুটেশন তুলে দেয় সুন্দরবন জেলা পুলিশ সুপার বহিরভব তেওয়ারিকে। অভিজিতবাবু বলেন, গণতান্ত্রিক ভাবে আমরা এই হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

পাশাপাশি এদিন বিজেপি জেলা মহিলা মোর্চার এক প্রতিনিধি দল ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও অফিসে রাজ্য একই দাবিতে ডেপুটেশন দেয়।

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করতে মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশ বিধয়করা গ্রামে গিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরা থেকে শুরু করে ধান রোয়ার কাজ করে প্রশংসা পেলেও সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ কতটা সমাধান করতে পারবেন সে বিষয়ে কিছু না বলায় ক্ষোভ তৈরী হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকার প্রায় সর্বত্রই।

অন্যদিকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশ অনুযায়ী ক্যানিংয়ের যুব সভাপতি পরেশ রাম দাস, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস সহ বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান এবং কয়েক হাজার যুবতৃণমূল কর্মীরা দিদিকে বলো কর্মসূচিকে সফল করতে শুক্রবার সকালেই বেরিয়ে পড়েন গ্রাম গোপালপুর পঞ্চায়েতের ৪ নং গোলক পাড়া এলাকায়।

নির্দিষ্ট ভাবে গ্রামের পাঁচজনের সাথে দেখা করে কথা বলার নির্দেশ থাকলেও গ্রামের শতাধিক পরিবারের বাড়ির দরজায় গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধানও করে দেন। নেতাদের কাছে পেয়ে দীর্ঘ প্রায় সাত মাস ধরে পানীয় জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেন গৌতম মন্ডল। তার অভিযোগ শোনামাত্রই পানীয় জলের কল যাতে তিন চারদিনের মধ্যে সংস্কার হয় তার জন্য স্থানীয় দলীয় নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। আশ্বাস পেয়েই খুশি হন গৌতমবাবু সহ এলাকার জনসাধারণ। এছাড়াও এলাকায় বিদ্যু পরিষেবা থাকলেও সন্ধ্যার পর ব্যাপক লোডশেডিং হয় এবং এলাকার স্কুল ছাত্রছাত্রীরা সন্ধ্যার পর একদম পড়াশোনা করতে পারে না বলে অভিযোগ করেন এক গৃহবধূ শ্রীমা মন্ডল।

সেখানেও বিদ্যুৎ দফতরের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি সমধান করে দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে খুশি হন ওই গৃহবধু ।

পাশাপাশি এলাকার এক বৃদ্ধ নস্ত রাম সরদার পঙ্গু হয়ে দীর্ঘ প্রায় পাঁচবছর ধরে শয্যাশায়ী। এমন কথা শোনা মাত্র পরেশ বাবু দলীয় কর্মীদের নিয়ে সরাসরি হাজির হয়ে নস্তরামের সাথে কথা বলেন এবং তিনি যাতে চিকিৎসা করাতে পারেন তার জন্য আর্থিক সাহায্য এবং সংসারের অবস্থা বেহাল হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ চালও স্থানীয় বাজার থেকে কিনে দেন। এমন ভাবেই জনসংযোগের কাজ করতে করতে পাড়ার ভিতরে প্রবেশ করেন যুব কর্মীরা। সেই সময় রান্নার কাজ করছিলেন গৃহবধূ সরমা বৈদ্য শৌচালয় পাননি বলে জানালে তাজ্জব হয়ে যান যুব তৃণমূল কর্মীরা। সেখান থেকেই সরাসরি বিডিও কে ফোনে জানালে বিডিও তিনদিনের মধ্যে সমাধান করার আশ্বাস দেন। রাস্তায় প্রচুর লোকজন দেখে ছেলে কোলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন গৃহ বধু মল্লিকা।

নেতাদেরকে কিছু বলার জন্য অপেক্ষাও করছিলেন। যুব নেতারা গৃহবধুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে পারেন তিনি অসুস্থ। চিকিৎসা করাতে পারছেন না। সাথে সাথে চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে ঔষধ কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য করেন তাঁরা। এছাড়াও এলাকার প্রাইমারী স্কুল ও অঙ্গন ওয়াড়ী কেন্দ্রে হাজির হয়ে মিড ডে মিল ঠিকঠাক হচ্ছে কি না সে বিষয়েও ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের হাতে চকোলেট, লজেন্স তুলে দেন।

এছাড়াও এলাকার বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কেমন আছেন? ছেলেরা দেখছে কি না? বার্ধক্য ভাতা কিংবা বিধবা ভাতা পাচ্ছেন কি না সে বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তৃণমূল যুবনেতা। সমগ্র গ্রামের মানুষের কাছে তাদের অভাব অভিযোগ শুনে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সারেন খোলা আকাশের নীচে গ্রামেরই এক মাঠে।

পরেশবাবু বলেন দলীয় নির্দেশ মেনে গোপালপুর ৪ নম্বর এলাকায় দিদিকে বলো কর্মসূচি পালনের জন্য ভিজিট করেছি। এলাকাবাসীর অভাব অভিযোগ শুনে দলীয় ভাবে সাধ্যমতো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি এবং দিদিকে সরাসরি অভাব অভিযোগ সমস্যা জানানোর জন্য ভিজিটিং কার্ড প্রতিটি গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছি। পরেশবাবুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অন্নপূর্ণা কুন্ডু, হরেন ঘোড়ুই,তাপসী সাঁফুই উপপ্রধান খতিব সরদার এবং ক্যানিং ব্লক যুব তৃণমুলের কয়েক হাজার কর্মীসমর্থক সহ ব্লক সহ সভাপতি অর্ণব রায়।

মহেশতলায় ডেঙ্গু পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে ডেঙ্গু প্রিভেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি 'হাই লেভেলের স্পেশাল টিম' মহেশতলা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন। তাতে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক (সদর) মহম্মদ শামিউল আলম, জেলার স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা দফতরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সি এম ও এইচ–২ ডা. বি কে পাল এবং পুরসভার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার উপ–পুরপ্রধান জনাব আবুতালেব মোল্লা, পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রবীর কুমার সরকার, পুরপ্রধান পারিষদ (স্বাস্থ্য) সুকান্ত বেরা, স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি হরমোহন প্রামণিক, পুরসভার সচিব তথা ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রমের নোডাল অফিসার সজলকুমার সুর, পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর দিব্যেন্দু নন্দী সহ জেলা ও পুরসভার দু'জন এন্টোমোলজিস্ট।

এনারা ওই ওয়ার্ডের বেশ কিছু বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ডেঙ্গু নিরাময়ের বিষয়ে সচেতন করেন। এছাড়া যাদের জ্বর হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। চলতি বর্ষার মরসুমের শুরুর দিকে ওই ওয়ার্ডে সব মিলিয়ে কমবেশি ৩০ জনের রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া যায়। পুরসভা তাতে ওই ওয়ার্ডে বিশেষ নজর দেন এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং নতুন নতুন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলার পদস্থ আধিকারিকরা ওয়ার্ড পরিদর্শনের পর জানান, বর্তমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় অনেকটা ভালো।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে আহত ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী। বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কটরাখালি গ্রামে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় জখম হলেন উভয় পক্ষের মোট নয় জন। গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক বাবলু গায়েন,কুতুব উদ্দিন গায়ে,নুরমহম্ম খান,রইচ আলি খান সহ পাঁচজন।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সকালে বাবলু গায়েন সহ পাঁচজন যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক দুটি বাইকে করে ক্যানিং আসছিলেন। অভিযোগ সেই সময় গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের বাড়ির অদুরে বগুলাখালি এলাকায় জনাদশেক মুল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা যুব তৃণমূল সমর্থক বাবলু গায়েন সহ অন্যান্যদেরকে আচমকা বাইক থেকে নামিয়ে লাঠি,রড এবং ইট দিয়ে বেধড়ক মারধোর করে।অভিযোগ সেই কারণে গুরুতর জখম হন বাবলু গাঁয়েন সহ অন্যান্য যুব কর্মীরা।ঘটনার খবর পেয়েই অন্যান্য যুব তৃণমূল কর্মী সমর্করা গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার তাদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।বেধড়ক মারধোরের ফলে বাবলু গায়েনের হাতে ও পায়ে মারাত্মক চোট লাগায় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনের নেতা আমান লস্কর বলেন, এলাকায় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কে নির্মূল করতে এমন অত্যাচার চালাচ্ছে মাদারের লোকজন।

অন্যদিকে গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, এখানে কোন যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেই। বেশ কিছু হার্মাদবাহিনীর লোকজন যুব তৃণমূলের বেশ ধরে এখানে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা সংঘবদ্ধ ভাবে তা প্রতিহত করে। তাতে করে জনাচারেক গ্রামবাসী আহত হয়েছে,আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা থাকায় রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী।

সার্ধ শতবর্ষে ফিরহাদের ধমক

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বারুইপুর পুরসভার ১৫০তম বর্ষ পদাপর্ণ উৎসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভবনে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জ্জী, বিদ্যুত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম তুলোধনা করলেন সিপিএম, ও বিজেপির বিরুদ্ধে। শোভন বাবু বলেন, ৩৪ বছরে বাংলাকে বামফ্রন্ট সরকার ১৮নম্বরে পিছিয়ে দিয়েছে । যে বাংলা ভারতবর্ষে ২ নম্বরে থাকা উচিত। তৃণমূল আসার পর বাংলা বহু গুনে এগিয়ে গেছে। আজ বারুইপুরে বাইপাস হয়েছে, ব্রিজ হয়েছে এবারের আবদার একটা ফলের বাজার করা। সেটাও রাখা হবে । বিদেশ থেকে মানুষ এসে কলকাতাকে দেখে বাহবা দিচ্ছে। তৃণমূল মানে উন্নয়ন ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় বলেন, মানুষের কাছে আমরা দায়বদ্ধ । উনি বলেন মন্ত্রীদের গাড়ি দেওয়া হয়েছে। চড়তে দেওয়া হয়নি, কাজের জন্য গাড়ী দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে বিনিয়োগ চাই ॥ সবার চাকরি হয় না।

মমতা বলেন,এমনি কাজ পাবে ।এবার বারুইপুরের পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তিরায় চৌধুরী আবদার মেনে বারুইপুরে বিদ্যুত লাইন মাটির নিচ থেকে যাবে । দর্শকদের মধ্যে হাততালি পড়ে ।বিমান বাবু বলেন, পুরসভার ট্যাক্স ঠিক মত বা সময় মত পুর এলাকার মানুষ যদি সময় মত দেয় তাহলে রাস্তা ঘাট ও ড্রেন জঞ্জাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তা বজায় রাখা যায়। এরপর ফিরহাদ বলেন, পুরসভা ঠিক করে কাজ করলে পুর নাগরিক ঠিক থাকে ।বারুইপুর পুরসভা ঠিক করে চলছে বলে আপনারা সমর্থন পাচ্ছেন।পুরসভার মূল কাজ রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুত ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা । কেন্দ্র সরকার কথার দাম রখতে পারেনি সেই কারণে কেএমডিএকে দিয়ে বারুইপুরের বাইপাস তৈরি করতে হোল।এরপর তিনি বলেন ব্যাঙ্কগুলো কে এক করে দিচ্ছে । যারা মানুষের মধ্যে ধর্মের বিবাদ ঘটাচ্ছে। সমস্ত প্রাইভেট করে দিচ্ছে রেল থেকে এয়ারলাইন্স । কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব বাড়ছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে কথা দিয়েছিলেন সিঙ্গুরের জমি ফেরৎ দেবেন কথা রেখে ছিলেন। আমদের প্রতিবাদী মূখ বলতে একজনকেই চেনে বাংলার মানুষ তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সবাইকে নিয়ে চলবে বাংলা বদলায় না। এখানে মা দুর্গা দিল্লিতে জয় শ্রী রাম। এরপর ফিরহাদ বলেন বারুইপুরের রাস্তার জন্য ২০ কোটি টাকা ধার্য করলেন।

রিম্পি ঘোষঃ হুগলি জেলার উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের সার্ধ শতবর্ষ ভবনে সাড়ম্বরে পালিত হল গ্রন্থাগার দিবস। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী, মন্ত্রী অসীমা পাত্র, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সিঙ্গুরের বিধায়ক রবীন্দ্রণাথ ভট্ট্যাচার্য, উত্তরপাড়া – কোতরং পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, হুগলি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পান প্রমূখ। এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারে বই পড়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এই বক্তব্য পেশ করার পাশাপাশি গ্রন্থাগার সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটের সৌন্দর্যায়ন করার ওপরও জোর দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রায় শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

ক্যানিংয়ে বৃষক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ যত্রতত্র বৃক্ষনিধন এবং প্লাষ্টিক ব্যবহারের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বেড়েই চলছে। এর ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিকভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন, অনাবৃষ্টি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের থুমকাঠি মেথরপাড়া সংলগ্ন একাগ্রতা সংঘ' এর একটি ঘরে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় এলাকার এক প্রবীণ শিক্ষক পাঁচুগোপাল রাজ ক্লাবের ছেলেদের সাথে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তার হাত থেকে পরিবেশ কে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ করার আবেদন করে আলোচনা করতেন। প্রাক্তন শিক্ষকের প্রতিনিয়ত বৃক্ষরোপনের কথা ক্লাবের ইয়ং ছেলেদের মনে দাগ কাটে। সেইমতো ক্লাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত সদস্যরা চাঁদা দিয়ে তিন হাজার ঝাউ,অর্জুন,মেহগণি,নিম সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কিনে রবিবার দুপুরে ক্যানিংয়ের মেথর রোডের দুপাশে রোপণ করলেন। পাশাপাশি গাছ গুলি যাতে ছাগল,গরুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সঠিকভাবে বড় হতে পারে তার জন্য বেড়া দিয়ে ঘিরেও দিলেন।পাশাপাশি গাছগুলির পরিচর্যা করার জন্য প্রতিদিনই ক্লাবের চারজনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা তথা সভাপতি মহেশ নস্কর।

বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি পথচারীদের হাতেও একাধিক চারাগাছ তুলে দেন সদস্যরা। মহেশবাবু আরো বলেন, আগামী দিনে এলাকা বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলে আগামী দিনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও বৃক্ষরোপনের পরিকল্পনা করেছি। বিশিষ্টদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পরেশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। রবিবার ক্লাবের প্রায় শতাধিক ইয়ং ছেলেদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি দেখে খুশি এলাকার পরিবেশ প্রেমী সহ সাধারণ মানুষজন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ৭ সেপ্টেম্বর – ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বৌবাজারের কান্না

বহুবাজার বর্তমানে বৌবাজার। বাংলার এই জনপ্রিয় স্থানটি এখন বাংলার এক চরম অবিমৃশ্যকারিতার শিকার। এতোদিন ম্যান মেড বন্যা কিংবা ম্যান মেড প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা শোনা গিয়েছিল। প্রায় ৭৬টি পরিবার আজ রাতারাতি পথে বসে গেছে স্রেফ 'উন্নয়নের' ধাক্কায়। ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পে গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো যাত্রার স্বপ্ন দেখিয়েছে মেট্রোরেল। কোটি কোটি টাকার এই প্রকল্পে হাজার হাজার কর্মচারী নিযুক্ত। যে ৯০ মিটার মাটির তলা দিয়ে মেট্রো যাওয়ার কথা ছিল তা থেকে রাতারাতি 'বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার'দের উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের ভাবনায় ৬০ মিটার বাদ চলে গেল। বৌবাজারের মতো জনবহুল প্রাচীন জনপদের ৩০ মিটারের তলা দিয়ে মেট্রো সুড়ঙ্গ খুড়তেই বিপত্তি দেখা দিল। স্যাঁকরা পাড়া, দুর্গা পিতুরি লেন প্রভৃতি পাড়াতে আজ কান্নার রোল। ব্র্যাবন রোড দিয়ে যে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কথা ছিল তা হঠাৎই পরিবর্তন করে নিয়ে আসা হলো বৌবাজারের জনবহুল এলাকায়। আপত্তি উঠেছিল, ক্ষোভ হয়েছিল, ছিল আইনের দরজায় কড়া নাড়ার গল্প। শেষ পর্যন্ত সেই অঘটন ঘটেই গেল। একের পর এক

প্রাচীন বাড়িতে ফাটল আর ভেঙে পড়ার মর্মান্তিক দৃশ্য। পরিবার পরিজন জীবন জীবিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গেল। পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি মিলেছে। রাজনৈতিক তরজাও কম বেশি উঁকিঝুকি মারছে। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে বৌবাজারের বিস্তীর্ণ সোনার দোকানের কারবারীরা পথে বসতে চলেছে। কর্মচারীরা অনেকেই বেকার হয়ে পড়েছে রাতারাতি।

বৌবাজার বিস্ফোরণের কাণ্ড ৯০–এর দশকে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল রাজ্যে। সেখানে হতাহতের সঠিক মেলেনি আজও। এবারের ঘটনা আগের স্মৃতিকে উসকে দিয়েছে তীব্রভাবে। সেদিন রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসকের রঙ ছিল আলাদা। সেদিনের বিরোধীরা আজ রাজ্যপাটে। তবুও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। সবার পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী যিনি মেট্রো কর্তাদের নির্দেশে বউবাজারের বাড়ি ছেড়ে সরকারি বাড়িতে উঠতে পেরেছেন এমন সৌভাগ্য সবার হয়নি। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অসহায় পরিবার গুলির অবস্থা। রাজ্যের মানুষ দেখছে, দেখছে অন্য রাজ্যের বাসিন্দারাও। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম মেট্রো রেলের গৌরব অর্জন করেছিল এই শহর কলকাতা। বর্তমানে মেট্রো রেলকে বলা হয় কলকাতার লাইভ লাইন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মেট্রো রেলে চড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইস্ট–ওয়েস্ট প্রকল্পের এতো মস্ত অভিযানের বউবাজার হয়তো 'সামান্য ক্ষতি'।

মেট্রো প্রকল্পের এই বিপর্যয়ে আর্থিক সাহায্য পূরণ কিংবা সাময়িক আশ্রয় দান হয়তো কিছুটা ক্ষতের উপরে প্রলেপ পড়তে পারে। কিন্তু সার্বিক তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বহু প্রযুক্তিবিদ এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। কেন শেষ পর্যায়ে প্রকল্পের নকশা বদল হয়েছিল? এমন কি ব্রিটিশ আমলে বিশের দশকে লন্ডন মেট্রো রেলের অনুকরণে কলকাতার মেট্রোর ভাবনাচিন্তার সময়ে বৌবাজার অঞ্চল পরিত্যক্ত হয়েছিল সেদিক গুলো ভাবা হলো না কেন? শোনা যায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কাছে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি ও লালবাজারের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে একদা নাকি গঙ্গা প্রবাহিত হতো। সার্বিক ভাবেই সেই অঞ্চলের তলায় পলিমাটির স্তর আজও রয়ে গেছে। সেখানে এই দুঃসাহসিক সুড়ঙ্গ কাটার বাস্তবতা নিয়ে অনেক আগেই ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন ছিল। যারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা নিজেরা আজ প্রত্যেকেই সুরক্ষিত। অথচ মাথার উপর ছাদ চলে গেল সাধারণ সহ নাগরিকদের।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্ম ও তাহার রহস্য

তাঁহাদের মন যেন স্তূপীকৃত জটিলতা! হয়তো বা তাঁহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ্য বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, তাঁহারা উগ্র–মস্তিষ্ক নন; তাঁহারা বিশেষ কথা বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ দেন না, ক্রুদ্ধও হন না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতে পারাও তাঁহাদের পক্ষে ভাল ছিল, অভিশাপ

দিতে পারাও সহস্রগুণ ভাল ছিল। তাঁহারা তাহা পারেন না, তাঁহাদের হৃদয়বৃত্তি স্তব্ধ, কারণ তাঁহাদের দেহে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাগিয়াছে, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়, এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না।

এ–সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। তাই বলি–আমাদের অসাধারণ ঐশী শক্তি প্রয়োজন। সাধারণ লৌকিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, অসাধারণ ঐশী শক্তিই একমাত্র উপায়–মুক্তির একমাত্র পথ। একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমরা সব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি–অক্ষতদেহে অজস্র দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খণ্ড–বিখণ্ড হইতে পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে।

ইহা খুবই কঠিন, কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আমরা ইহা অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের বুঝিতে হইবে–আমাদের কোন বিপদই ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমরা নিজদিগকে উহার অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত করি। এইমাত্র বলিয়াছি, যতক্ষণ দেহ রোগের জন্য প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ কোন রোগ কাছে আসিতে পারে না, রোগ কেবল জীবাণুর উপর নির্ভর করে না, পরন্তু দেহস্থ রোগপ্রবণতার উপরও নির্ভর করে।

ফেসবুক বার্তা

Did you know?

Indonesian currency consists of a piture of Lord Ganesha, as he's the God of wisdom, art and science.

ফেসবুক থেকে গৃহীত এই ছবিতে লেখা রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার টাকায় স্বয়ং গজাননের ছবি। সিদ্ধিদাতা হলেন জ্ঞানের, শিল্পের এবং বিজ্ঞানের দেবতা। যদিও এবিষয়ে আলিপুর বার্তা পত্রিকা সত্যতা যাচাই করেনি।

৪০০ কোটির দাওয়াই রাজ্যের রক্তপাত বন্ধ হল কি?

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে বাংলা অভিধানে এমনি একটা নতুন প্রবাদ বাক্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যার মানে হবে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হানাহানি বন্ধ হওয়ার নয়। একটা জুতসই উপমা সহ এমন একটা প্রবাদ বচনের সৃষ্টি হলে বাংলার উপকার হবে। ভাষাবিদরা এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করতে পারেন। নচিকেতার একটি গানের লাইন আছে 'তুমি আসবে বলে রাজ্যটা আজও গুজরাট হয়ে যায় নি' নচিকেতা এখন একটা গান লিখুন যার একটা লাইন হবে 'তুমি আছ বলেই ভারতবর্ষটা আজও পশ্চিমবাংলা হয়ে যায় নি। এই 'তুমি' কে কি চিনতে অসুবিধা হচ্ছে? এই 'তুমি'টা হল গণতন্ত্র।

আমরা জানি রাজ্যে রাজ্যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মাপার জন্য বিভিন্ন ইনডেক্স আছে। তেমনি রাজ্যে রাজ্যে গণতন্ত্র বিকানোর মাত্রা মাপার ইনডেক্স যদি থাকত এবং কোনও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থাকে দিয়ে যদি সমীক্ষা করানো হতো তবে দেখা যেত পশ্চিমবঙ্গ সকলকে টপকে একাবারে পিছনের সারিতে প্রথম হতো। তার নিচে নামার সাধ্যি আর কোনও রাজ্যের নেই। আর থাকবেই বা কি করে? আর কোনও রাজ্যে তো তৃণমূলের সরকার নেই। সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল রাজ্য শাসন করেছে। সেই সব রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ দূষিত হয় নি। কোনও সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে তাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়নি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ অনন্য।

চারপাশে বিজেপির শাসন, কেন্দ্রেও বিজেপির সরকার। তার মধ্যিখানে আপ সরকার দিল্লি শাসন করছে। তাকে কি উৎখাৎ করার চেষ্টা বিজেপি করে নি? কিন্তু তার জন্য মানুষের মৃত্যু বা রক্তপাতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। দিল্লিতে আপ বিজেপির কি লড়াই নেই? দিল্লির পুরসভা বিজেপির দখলে। আবার লোকসভা ভোটে বিজেপি দিল্লির চারটে সিটিই জিতল। তার জন্য আপ বিজেপি লাঠালাঠি করলনা। কেজরীয়াল একবারও বলেন নি যে বিজেপি টাকা ছড়িয়ে জিতেছে বা ইভিএম–এর কারসাজিতে জিতেছে। এর আগে কংগ্রেস তিন রাজ্য বিজেপির থেকে জিতে নিল। ভোটের আগেও মারামারি করতে হয়নি। ভোটের দিনও মারামারি হয়নি। কোনও জীবনহানি ঘটেনি। আবার ভোটের পরও এলাকা দখলের রাজনীতি হয়নি। কেউ কারো পার্টি অফিস দখল করতে যায় নি। উত্তর প্রদেশের সরকার চালাচ্ছিল স পা। তাদের হটিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলো গণতান্ত্রিক মসৃণ পথে। রাহুল গান্ধির গড় বলে বিবেচিত আমেথি ছিনিয়ে নিলেন স্মৃতি ইরানী। কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির কোন সংঘর্ষই হল না। হারের পরে বা জেতার পরে মিছিল করে গিয়ে যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে ঘরবাড়ি ভেঙে, গুলি চালিয়ে হত্যা করতে হয়নি? বা আমেথি জেতার জন্য বিজেপিকে কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখল করতে হয়নি।

সারা দেশে দল বদলের খেলা চলে। কিন্তু দল বদল করার পর সেই এমএলএকে রাস্তায় আটকে মারধর, গাড়ি ভাঙচুর করতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি। এমন কি কংগ্রেস এমএলএ–রা তৃণমূলে যোগ দিয়েছে বলে এই বঙ্গের কংগ্রেসও তাদের গালিগালাজ করে নি। মারধর তো দূর অস্ত। সিপিএম–এর প্রাক্তন মন্ত্রী তৃণমূলে যোগ দিল। তার জন্য সিপিএম তো তাকে কিছু বলেনি। অন্য রাজ্যের দল বদলের তুলনা বাদ দিয়ে এই রাজ্যের চিত্রটাও বিচিত্র। কংগ্রেসের বিজেপির, সিপিএম–এর জেতা পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্য এমএলএরা তৃণমূলে যোগ দিলে সেটা গণতান্ত্রিক। আর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেই তারা কেউ ধাড়ী গদ্দার, কেউ বাচ্চা গদ্দার

হয়ে যায়। আবার বিজেপিতে যোগ দেওয়া পঞ্চায়েত বা পুর সদস্যরা কী এক জাদু বলে আবার তৃণমূলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু অন্য দল থেকে তৃণমূলে যাওয়া সদস্যরা সহজে আর ঘরে ফিরতে পারে না। এটাও এক খেলা বই কি?

আর যারা একান্তই ঢ্যাটা তৃণমূলে আর ফিরতে চায় না তাদের অবস্থা হয় অর্জুন সিংয়ের মতো। এম পি সিট জিতে বিধান সভা আসন জিতে, ভাটপাড়া পুরসভা জিতেও শান্তিতে থাকতে পারবে না। সেখানে নিত্য নতুন ঝামলো হবে। বোমা পড়বে, লোক মরবে, পুলিশ গুলি চালাবে নিত্য দিন। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের বাঙ্কার, ব্যারিকেড, বাজার হাট বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ– মানুষের রুটি রুজি বন্ধ। আর মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করে বলবেন যে একবার বিজেপিকে জিতিয়ে অবস্থা দেখুন। বিজেপিকে ভোট দিলেই ভাটপাড়ার মতো অবস্থা হয়। আমাদের এম পি এতো দিন ছিল এরকম তো হয়নি? ভাগ্যিস সেদিন কোনও সাংবাদিক প্রশ্ন করেনি যে দিদি বিজেপি দেশে ৩০০র বেশি সিট পেয়েছে। ভাটপাড়ার মতো আর কোথাও তো হচ্ছেনা কেন?

আচ্ছা যে নেতা তৃণমূলের মতো দলের সঙ্গে টক্কর নিয়ে লোকসভা জেতে। এবং সরকারি ক্ষমতার বলে বলিয়ান মদনমিত্রের মতো বাহুবলি তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে বিধানসভা জেতে সে তার এলাকায় বোমা গুলি নিয়ে সন্ত্রাস তৈরি করবে এমন বোকা অর্জুন সিং কিংবা তার দল বিজেপি? রাজনীতির অ আ ক খ জ্ঞান যাদের আছে তারা সহজেই বুঝতে পারে এলাকা দখল করার প্রয়োজন কাদের? কাদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন আছে? যারা জনগণের ভোটে এলাকা পরিচালনার ভার পেয়ে গেছে তাদের আর নতুন করে কি দখল করার থাকতে পারে? যে দলের রাজ্য সভাপতি রাস্তার ধারে চা খেতে খেতে মানুষজনের সঙ্গে গল্প করার অধিকারটুকু নেই সেই দলের কর্মীরা আগ বাড়িয়ে সরকারি দলের লোকেদের উপর হামলা করার সাহস পাবে?

যাই হোক বিজেপির হাত ধরে যখন কাটমানি স্বীকার করে দল ভুল সংশোধনের পথ ধরল, যখন দলের কর্মীদের পুলিশি নির্ভরতা কমাতে বলল, যখন বিধানসভায় বিরোধীদের সময় দেওয়ার কথা বলল তখন মনে হয়েছিল পিকে–এর হাতে পড়ে এবার বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে হানাহানির রাজনীতিটাও বন্ধ হবে। গত এক সপ্তাহে রাজ্যর ঘটনাক্রম দেখে জনগণের সে ভুল ভাঙল। বোঝা গেল পশ্চিমবঙ্গ আছে পশ্চিমবঙ্গেই। তৃণমূল আছে পূর্ব অবস্থানেই। পি কে এর সাধ্য কি জেগে ঘুমানো ব্যক্তির ঘুম ভাঙাবে।

অর্থনীতি কী চলিছে নড়িতে নড়িতে?

অমিতাভ সেন

লক্ষণ ঘোষ এর নিজ স্বত্বে বিঘে দশেক জমি আছে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। পণ্ডিত মশায়ের খড়ম পেটা খেয়ে সেই যে পাঠশালা থেকে পালিয়েছিল আর ও মুখো হয়নি। কিন্তু দুই ছেলেকেই লেখাপড়া শিখিয়েছে। কাটোয়া শহরের স্টেশন বাজারে একটা তিন কামরার একতলা বাড়ি আছে। বড় খোকা আর বৌমা সেখানে থাকে, মাকেও নিয়ে যায় প্রায়ই গঙ্গা স্নান করাতে। কিন্তু লক্ষণ শহরে কখনও রাত কাটায়নি। তার হাপামুড়ি করে আর সন্ধেবেলা গৌরাঙ্গ মন্দিরে আরতি দর্শন না করলে তার ঘুম আসে না।

আজ সরকারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসর এসেছেন ইকনমিক সার্ভে করতে,– তাহলে ঘোষ মশায়। আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা টু প্লাস টু প্লাস ওয়ান টোটাল ফাইভ মানে পাঁচজন। লক্ষণ জবাব দিল, ক্যানে, গইলে গোমাতা আছে চার, আর এই কালু...। প্রভুর মুখে নামডাক শুনেই কালু ডেকে উঠলো– ভৌঔঔ। সে প্রবলভাবে এ চাষি পরিবারের সদস্য ঠিক আছে দশজন তো সদস্য, কিন্তু উপার্জন? আহার জোটে কিভাবে? লক্ষণ একজন সক্ষম চাষি। ধান ছাড়াও বিভিন্ন সবজি সে ফলায়। স্টেশন বাজারে বাড়ির বারান্দায় বড় খোকা সবজির দোকান দিয়েছে। সূয্যিদেব বৈকালে একটু নরম পড়লে লক্ষণ বড়ো বড়ো ধামা আর ছোটো খাটো বুড়িটাকে নিয়ে জমিতে যায়। ঢেঁড়স, ঝিঙে, উচ্ছে, পটল, মূলো, লাউ, কুমড়ো– যে যে সবজিগুলো 'ফুলিয়েচে'– তুলে নিয়ে আসে। ছোটো খোকো কাটোয়া কলেজে পড়ে। প্রাতিক্কালে মোটর সাইকেল এ সব সবজি বয়ে নিয়ে যায় দাদার দোকানে। কাটোয়াবাসী অনেকে জানে লক্ষণ কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ব্যবহার করে না। গোবর সারের সবজি চড়া দরে বিকোয়। তার একমাত্র বৌদি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন–এ ডিপ্লোমা হোল্ডার। বাড়ির উঠোনে এসবেসটস–এর শেড লাগিয়ে কম্পিউটর ট্রেনিং সেন্টার খুলেছে তারা। দুপুরের দিকে দাদাও এ কাজে মাথা লাগায়। গোরুর দুধের ছানা বাস স্ট্যান্ডের ময়রা দোকানে বিক্রি করে লক্ষ্মণ।

আমার পরিবারে কেউ বসে বসে খায় না– লক্ষ্মণ বললো, –এমন কী কালুও না...

কালু যে কতটা খতরনাক সরকারি সাহেব বাড়িতে ঢোকার সময়ই প্রমাণ পেয়েছেন। কাজেই তাকে নিয়ে আর ঘাঁটলেন না। তবুও প্রশ্ন করলেন, ঘোষ মশায় আপনার পরিবারে চাকরি তো কেউ করে না। সবাই বেকার। লক্ষ্মণ ঘোষ থেলো হুঁকোয় গুরুক গুরুক করে টান দিতে লাগলো। এ প্রশ্নের উত্তর তার কাছে নেই।

২

এর উত্তর কোনো স্ট্যাসিস্টিসিয়নের কাছেও নেই। নেহরু আমলের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্ম। এগ্রিকালচারাল আর্নিংকে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টএর মধ্যে রাখা হয়নি। এতে পারসোনাল রোল ডিফাইন করা যায় না। এই রকম রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে খান মার্কেট গ্যাং সরকারকে প্রশ্ন করে– হোয়্যার ইজ জব। দেয়ার ইজ ম্যাসিভ আন এমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য সোসাইটি। ল্যু টিয়েনস দিল্লির সন্তানেরা বিদেশ থেকে বড়ো বড়ো ডিগ্রি করেছে। কেউ কেউ হয়তা IAS/IPS পরীক্ষাও দিয়েছে এবং মেধার অভাবে গাব্বা মেরেছে। আভিজাত্যের বাঁধনে বেড়ে ওঠায় মাটিতে নেমে স্টার্ট আপ/স্ট্যান্ড আপএর কাজে যোগ দেওয়াও সম্ভব নয়। তাদের কীর্তিমান অভিভাবকরা পারিবারিক হতাশাকে সামাজিক দুর্দশার মোড়কে চালাতে চাইছেন। এই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং এর দৃষ্টি সিলিন্ড্রিক্যাল (Cyllindrycal); সিলেকটিভলি যেটা দেকতে চান সেইটাই দেখেন, ঠিক পাশের বস্তু সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। বড়ো হোটেল– রেস্টুরেন্ট এ একজোড়া কলা ৫০০ টাকা, একজোড়া ডিম ১৭০০ টাকা, কয়জন রইস আদমি আছে যে এই দর afford করতে পারবে? অথচ online book–ing করলে সেই খাদ্য অর্ধেক মূল্যে SWIGGY বা Zomoto বাড়িতে পৌঁছে দেবে। হোটেলএর বিলাসবহুল ডাইনিং রুমের চার্জ দিতে মধ্য থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষ রাজি নয়। গাড়ির বিক্রয় কমেছে কিন্তু OLA/UBER এর ব্যবসা বেড়েছে। ডিলর ডিস্ট্রিবিউটর সিস্টেমের কমিশন পেমেন্ট ব্যবসার ধরণ কমেছে। উৎপাদক এখন কনসিউমার এর কাছে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে, ডিসকাউন্ট পাচ্ছে ক্রেতা নিজেই। ব্যবসা এখন ট্রাডিশন্যাল পথে নেই তার স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন হয়েছে। ONLINE সিস্টেম হওয়ার জন্য ক্রেতা/উপভোক্তা সরাসরি উৎপাদকএর কাছ থেকে ক্রয় করতে পারছে, Distribu–tor বা Dealor এর প্রয়োজন হচ্ছে না। এতোদিন ওরাই মালাই মারতো। চাষি দু টাকার আলু বিক্রি করতে বাধ্য হতো। গৃহস্থকেই ২০ টাকায় লেক মার্কেটে প্রতি কিলো কিনতে হতো। কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে লোকাল তৃণমূলী দাদাদের দৌরাত্ম অবর্ণনীয়। আমি একদিন সকালের দিকে সরকারি কাজে জোকা ESI হাসপাতাল যাচ্ছিলাম। হরিদেবপুর কবরডাঙা রাস্তায় জ্যামে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। দেখি এক তৃণমূলী জোয়ান একটা বুড়ির ঝুড়ি নিয়ে টানাটানি কররছে। ঝুড়িতে সাকুল্যে পাঁচ কেজি টাটকা উচ্ছে রয়েছে। মাস্তান তাকে কেজি প্রতি ৮ টাকা দিতে চাইছে অথচ ওই উচ্ছে ৪০ টাকা কিলোয় বিকোয়। বুড়ি উপায়ন্তর না দেখে ঝুড়ির সমস্ত ফসল পাশের নালিতে ফেলে দিল,– যাঃ শালা, আমার নিজে হাতে বোনা আনাজের দর যখন পাবুনি, তখন তুইও কিছু পাবি নি, শুয়োরের...

–ঠাস্... বাক্য শেষ করতে হল না। সপাটে চড়। আমি গাড়ি থেকে নামবার চেষ্টা করলাম। ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে– ঝামালি মেঁ মৎ ফাঁসিয়ে সাব। দোদিন পহলে ওহি রেস্টুরেন্ট মেঁ মার্ডার হুয়া। কতো দুর্বল আমরা মাঝে মাঝে ভাবি : সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে/সে প্রাণে আঘাত দেয় গার্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে/নাহি জানে কার ধারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে/দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে/মরে সে নীরবে।

৩

উলু দাও! শাঁখ বাজাও!! কারণ মৌনমোহন মুখ খুলেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর, গভর্নর, ফিনান্স মিনিস্টার, দুটো টার্ম অ্যাক্সিডেন্টাল পিএম থাকার পর কোনও ক্রমে রাজ্য সভার সদস্যপদ পাওয়ার পর মুখ খুললেন নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। অক্সফোর্ডের ডক্টরেট এর কথা মতো যদি ধরেই নিই ইকনমিক স্লোডাউন হয়েছে তবে সেটাতো এপ্রিল–জুন কোয়ার্টারে। ইলেকসন পিরিয়ডে সার্ভিস সেকটরে উৎপাদন কিছুটা কমেছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি স্টার্ট আপ, স্ট্যান্ড আপ, এগ্রিগেটর কোম্পানি গুলোর ব্যবসা বিন্দুমাত্র কমেনি। বর্ষা দেরিতে আসার কারণে কৃষিক্ষেত্রে শ্লথগতি দেখা গেছে যা পরবর্তী কোয়ার্টারে সম্পূর্ণ ভরপাই হয়ে গেছে। সমস্যা বড়ো আকারে দেখা দিয়েছে অটোমোবাইল শিল্পে। গর্বিত শিল্পপতিরা বলতেন অটো মোবাইল শিল্প too big to fall; সরকারও সতর্ক থাকতেন বিদেশে উৎপন্ন গাড়ি আমদানি হয়ে যেন দেশী অটো শিল্পের বাজার এর ক্ষতি না করে। এজন্য ৪০ হাজার ডলার পর্যন্ত দামি বিদেশি গাড়ির ওপর কাস্টম ডিউটি ৬০%, এর বেশি দামের ওপরে ১০০% এবং

পূর্বে ব্যবহার করা গাড়ির ওপর ১২৫% শুল্ক লাগে। এসত্ত্বেও দেশি গাড়ি শিল্প স্বয়ং সম্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৪৭ সাল থেকে ৯৭ পর্যন্ত সরকারি গাড়ি মানেই বিড়লা গোষ্ঠীর হিন্দমোটর এ তৈরি এমবাসাডার কার! WTO চুক্তি মতো বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ভারতের মাটিতে যখন গাড়ি উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হলো, প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারলো না 'দাদাজী কা দাদাজী' মার্কা গাড়ি এমবাসাডার। অর্থাৎ মালিকপক্ষ বিড়লারা শুধু নাফা–ই খেয়েছে রিসর্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ এক পয়সাও খরচ করেন। পরে হিন্দ মোটর কোম্পানিটাই যখন ভোঁ হয়ে গেল কেন্দ্রে শাসন করছে UPA–এ রাজ্যে বামফ্রন্ট। কেজরীওয়ালের প্রশ্রয়ে মাওবাদীরা হিরো হোন্ডা, মারুতি, সুজুকি প্রভৃতি কোম্পানিগুলোকে টার্গেট করলো। মৌনমোহন রা পর্যন্ত কাড়ল না। বিদেশি কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট ডেফরেড করেছিল। নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। এবার BS–IV মডেল নয় BS–VI মডেলের eco–friendly গাড়ি আসছে। ২০২১এর মধ্যে electric car বাজার ছেয়ে যাবে। গাড়িটা কিনতে ইনিমিয়লি হয়তো একটু বেশি খরচ হবে, তারপর চড়া জ্বালানির খরচ নেই। যারা নতুন গাড়ি কেনা বা পুরনো গাড়িটা exchangeএর কথা ভাবছেন তারাও সুদিনের অপেক্ষা করে চলছেন। Auto market sluggish হওয়ার এটাও একটা কারন।

৪

ভারতবর্ষে নয় মাস প্রখর রৌদ্র থাকে। ভূখণ্ডকে তিনদিক ঘিরে রয়েছে সমুদ্র। মেঘনাদ সাহা, বিক্রম সারাভাই, হোমি ভাবার মতো প্রবর বিজ্ঞানী বা সৌরশক্তি ও tidal force ব্যবহার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সংখ্যা লঘু ভোট ব্যাঙ্ক বিলাসী নেহরু সে কথায় কান দেয়নি। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আরব দুনিয়া থেকে তেল কিনতে থাকলে মাইনরিটি সমর্থন অটুট থাকবে। চুলোয় যাক অর্থনীতি! ভারতবর্ষের অর্থনীতির অন্যতম গতিধারা হচ্ছে নদী স্রোত। নদীখাত অধিকাংশ পাতলা ডিশের আকার নিয়েছে। অনেক নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্ষার মিস্টি জল সমুদ্রে মিশে নষ্ট হয়। নদী গুলো ড্রেজিং করানো হলে মিষ্টি জল বিভিন্ন নদী ঘুরে সমতলেই থাকতো। রিভার লিফটিং ইরিগেশন, পণ্য পরিবহন সকল কাজে নদী মাতা ভারত সন্তানদের অর্থনৈতিক প্রগতিতে সহায়ক হতেন। মুম্বাই থেকে সমুদ্রপথে লন্ডন বা দুবাই পণ্য পরিবহন করতে যদি দশ টাকা খরচ হয় তবে স্থল পথে দিল্লি পাঠাতে ষাট টাকা খরচ হবে। উপরি পাওনা বায়ুদূষণ এইজন্যই সমস্ত নদীখাতে ড্রেজিং করে নদীগুলোকে জুড়ে দেওয়া দরকার। অনেক Capital in–vestment প্রয়োজন। RBI Contingent Fund থেকে যে একলাখ ৭৬ হাজার টাকা দিচ্ছে সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাজে ব্যবহার করা হবে। রাহুল যে কতো বড়ো আহাম্মক তার আরেকটা প্রমান দিল মোদী সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি করেছে এই অভিযোগ তুলে। রাফায়েল কাণ্ডে চৌকিদার চোর হ্যয় স্লোগানের জবাব ১৩৩ কোটি মানুষ দিয়েছেন; তবুও বাবাজীবনের লজ্জা নেই। থাকবেই বা কী করে? রক্তে যার চৌর্যবৃত্তি, তস্কর শিরোমণি কুত্রেচ্চি যার মায়ের মেয়েবেলার ছেলেবন্ধু সে তো চোর পরিবেশেই জন্মেছে। আত্মবৎ মন্যতে জগত। INA এর সম্পদ লুট থেকে হেরাল্ড আত্মীকরণ সবই নিশিকুটুম্বের খেলা। কাজেই বায়নাদ এর সাংসদের মুখে আর্তনাদ ছাড়া কীই বা শোনা যাবে। রাজকোষ যে অর্থ খরচ করা হয় তার বিনিময়ে সম্পদ আহরণও করা উচিত। বিদ্যালয়ে যে খাবার দেওয়া হয় তার সাহায্যে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমেছে। এক সাক্ষর শিক্ষিত প্রজন্ম উঠে আসছে। কিন্তু মনরেগা বা ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টএর মাধ্যমে যা খরচ হয়েছে তার সঙ্গে মানুষের স্কিল ডেভেলাপমেন্ট করা হয়নি। দেশের মানুষ যদি বছরে দুটো করে গামছা কেনে আড়াই শো কোটি গামছার প্রয়োজন হয়। হ্যান্ডলুমের কাজও যদি শেখানো যেত তবে মানুষ কর্ম বিমুখ হয়ে পড়তো না। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো একশো দিনের মাইনে আসছে, কী কাজ হলো তার হিসাব নেওয়ার কেউ নেই, তখন ঘাম ঝড়িয়ে লাভ কি? তবুও পশ্চিমবঙ্গে কিছু মহিলা সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ সিলভার লাইনিং এর মতো কাজ করছে। গুজরাটে একশো দিনের কাজের পরিশ্রমে সবরমতী নদীর একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শ্রমদানে মজুরি দিচ্ছে একশো দিনের বাজেট। গত পাঁচবছরে এইভাবে মানুষের হ্যাপিনেস ইনডেক্স বাড়ানো গেছে। শৌচালয়, উজ্জ্বলা গ্যাস, পেয় জল, বিদ্যুৎ এইসব basic amenities প্রতিটি নাগরিকের জীবন সমৃদ্ধ করবে। এগুলি স্থিতিস্থাপক অর্থনীতির অন্যতম শর্ত। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : বুদ্ধির্ভেদং ন জনয়েদ। জ্ঞানীগণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না। কারন এতে সমাজে বৈরীতা সৃষ্টি হয়। কবীর খাড়া বাজারমে– সবকী মাঙ্গে খ্যর।/ন কাহু সে দোস্তি, ন ক্যহু সে ব্যর।।

পুজালির নতুন চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ সেপ্টেম্বর পুজালি পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন তাপস বিশ্বাস। প্রসঙ্গতঃ গত ২৬ আগস্ট চেয়ার পার্সন রীতা পাল অনাস্থা ভোটে হেরে যান। ১৬ জন কাউন্সিলারদের মধ্যে শুক্রবার ১৫ জন উপস্থিত থেকে সর্বসম্মতি ভাবে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। অপসারিত পূর্বতন চেয়ার পার্সন রীতা পালও এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বলেন, কোনও ভোটাভুটি হয়নি, সর্বসম্মতভাবে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করবেন। ভাইস চেয়ারম্যান ফজলুল হক বলেন, পুজালিতে পূর্বে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। মাঝখানে উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল। তাই দলীয় ভাবে চেয়ার পার্সন বদলের সিদ্ধান্ত হয়। আশা করা যায় এবার পুজালির উন্নয়ন গতি পাবে।

ব্যবসায়ীদের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিভিন্ন সময় রক্তের জন্য এলাকাবাসীদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। কখনও রক্ত মিললে আবার কখনও প্রচুর টাকার বিনিময়ে রক্ত কিনতে হয় রোগীদের জন্য। বেশ কয়েকবার এমন কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার রামধারী এলাকার কমল গায়েন,বিমল গায়েন,চন্দন সাঁফুই,নিবাস মন্ডল, দেবাশীষ গায়েন সহ অন্যান্যরা। সেই থেকে শিক্ষা নিয়ে দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে রামধারী গ্রামবাসীরা স্থানীয় বাজার সমিতির ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত ভাবে এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন করেন রামধারী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়।

রবিবার প্রথম বর্ষের রক্তদান উৎসবে এলাকার পুরুষ মহিলা মিলিয়ে ১১০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়াও ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত সংগ্রহের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্যাকেট না থাকায় শতাধিক মহিলা পুরুষ রক্ত না দিতে পেরে হতাশ হয়ে ফিরে যান। এদিন রক্তদান উৎসবে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দীনবন্ধু ঘরামী,সাগর হালদার সহ বিশিষ্টরা।

বজবজে দিদিকে বলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর বজবজ ২ নম্বর ব্লকের কাশীপুর, আলামপুর অঞ্চলে দিদিকে বলো কর্মসূচির সূচনা হল যুব তৃণমূল উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, ব্লকের সভাপতি সঞ্জিত রায় প্রমুখ। ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি তাপস চক্রবর্তী বলেন ১১ সেপ্টেম্বর থেকে বুথে বুথে মানুষর অভিযোগ শোনা হবে।

সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে বর্ধমান থেকে পাড়ি ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠের মধ্যে চাষের কাজ করছিলেন বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্দেবাজ গ্রামের বছর পঞ্চাশ বয়সের সন্ন্যাসী বিশ্বাস।সেই সময় মাঠের মধ্যেই আচমকা একটি চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয় সন্ন্যাসীর পায়ে। সাপে কামড় দিয়েছে এবং সাপ চিনতে পেরেই তড়িঘড়ি মাঠ থেকে উঠে এসে এক প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বাইকে করে চিকিৎসার জন্য পৌঁছে যান বর্ধমান জেলার কালনা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সন্ন্যাসী বিশ্বাস কে সাপে কামড়ানো ১০ টি দিয়ে বর্ধমান জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সন্ন্যাসী বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে নদিয়া জেলার কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। বিপদ সংকেত বুঝেই সেখান থেকে সাপে কামড়ানো ওই রোগী কে তড়িঘড়ি কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

একের পর এক হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিবারের লোকজন নাজেহাল হয়ে গিয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসীকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েই এক ওঝা গুণীনের দ্বারস্থ হয়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ঝাড় ফুঁক তুকতাক চলার পর নিজের শরীরের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে বলে পরিবার পরিজনদের কে জানায় সন্ন্যাসী। ইতিমধ্যে দাদা সন্ন্যাসী কে বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ কামড়েছে খবর পৌঁছায় বোন গোলাপী সানার কাছে। গোলাপী দেবী ও তাঁর স্বামী রামপদ সানা থাকেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশখালি গ্রামে। তাঁরা এমন ঘটনার কথা শুনে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দাদাকে আনার জন্য ফোন করেন। বোন এবং জামাইবাবুর উপর ভরসা করেই ট্রেন যোগে শিয়ালদহ হয়েই শুক্রবার রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। এবং চিকিৎসকদের কে ঘটনার বিষয় বলেন।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অভিজ্ঞ সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমর রায় সব শুনে তড়িঘড়ি সাপে কামড়ানো রোগীকে চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসক সমর রায় জানান, আপাতত রোগীকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ১০ টি অ্যান্টি ভেরাম সেরাম দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে রোগীর লক্ষণ দেখেই আবার প্রতিষেধক দেওয়া হতে পারে।তবে রোগী সুস্থ হওয়ার পথে।

উল্লেখ্য, সাপের কামড়ে চিকিৎসার জন্য রাজ্য তথা দেশের মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল।এই হাসপাতালে অধিকাংশ সাপে কামড়ানো রোগীরা আসেন চিকিৎসার জন্য। আর ডাক পড়ে হাসপাতালেরই অভিজ্ঞ সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমর রায়ের।

শিলিগুড়ি সেবক রোডে অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার বিদেশি সামগ্রী উদ্বার করল ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স। উদ্ধার হওযা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে বিদেশি জুতো, জ্যাকেট ও কাপড় পন্যগুলি সব চীন থেকে ভারতের নাথুলা বর্ডার দিয়ে এসেছে এবং শিলিগুড়ির বেশ কিছু বাক্তি এই অবৈধ কারবারে জড়িত বলে জানা গেছে। নাথুলা ট্রেডের আড়ালে চলছিল এই স্মাগলিং বলেই ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্সের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে চারজন। ধৃতদের নাম সাগর ছেত্রী, বাড়ি চম্পাসারী, শিলিগুড়ি, অরুণ তামাং বাড়ি রন্তি বাজার, গোপাল খাবাস বাড়ি মাল্লী ও মহেশ শর্মা বাড়ি মাল্লি। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত সেবক রোডে অভিযান চালায় ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স। ওই অভিযানেই মেলে সাফল্য। প্রায় দুই কোটি টাকার বস্ত্র জুতো এবং অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রী।

সুন্দরবন থেকে প্লাস্টিক তাড়াতে উদ্যোগী বনদফতর

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সমগ্র সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে এবার উদ্যোগী হল বন দফতর। সমগ্র সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে

তোলা হবে বলে জানালেন বন আধিকারিকরা।রবিবার সুন্দরবনের ঝড়খালিতে এই প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে একটি সেমিনার ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি এদিন থেকেই সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করার কাজও এবং পর্যটকদের জন্য ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া শুরু করে দিল বন দফতর। এছাড়া স্থানীয় হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের সমস্ত স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় সুন্দরবন রক্ষার।

সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ৪ মিনিটে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রগর্ভে চল্লিশ হাজার টন প্লাস্টিক জড়ো হচ্ছে। যার ফলে পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতির।পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়ার। চিন্তিত বিশ্বের তাবড় তাবড় পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীরাও। এই প্লাস্টিকের কুফল থেকে বাদ যায়নি বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবনও। তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাদাবন এই সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য অবিলম্বে সুন্দরবনের বুক থেকে প্লাস্টিক বর্জন জরুরি। না হলে অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে, ধ্বংস হবে সুন্দরবন। আর সেই কারণেই অবিলম্বে সুন্দরবনকে প্লাস্টিক বর্জন করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য বনদফতর। রবিবার সকাল থেকেই সুন্দরবনের বুক থেকে প্লাস্টিক সাফাই অভিযান শুরুও করেন বন দফতরের আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি এদিন ঝড়খালি হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের ১০জন শিক্ষক সহ ৬৫ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় এবং বনদফতরের তরফ থেকে ভ্রমণের জন্য দুটি বোট এ করে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বনি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাতে করে প্লাস্টিক ,থার্মোকলের থালা ব্যবহৃত না করেন তার জন্য নদীর জলযানের সারেঙদের হাতে থালা গ্লাস তুলেদেন আধিকারিকরা। অন্যদিকে আবার সুন্দরবনের গাইড ম্যানরা যাতে করে পর্যটকদের কে বনদফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী সঠিক ভাবে ভ্রমণার্থীদের পরিচালন করতে পারেন তার জন্য গাইড ম্যানদের হাতে একটি করে বনদফতরের নিয়ম নির্দেশিকার বই তুলে দেন।

এদিন সুন্দরবনে আগত পর্যটকদের সচেতন করতে পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত মানুষজনকে সচেতন করা হয় এই প্লাস্টিক–এর কুফল সম্পর্কে। এর পাশাপাশি সুন্দরবনের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে প্লাষ্টিক ফেলার জন্য ডাস্টবিনের ব্যবস্থা, বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার, প্ল্যাকার্ডের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে। বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে আগামী দিনে সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে এই এলাকায় প্লাস্টিক ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে আর্থিক জরিমানার পথেও হাঁটা হতে পারে বলে বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে।

সেরা গ্রন্থাগারের শিরোপা পেল চন্দননগর পুস্তকালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শতাব্দী প্রাচীন চন্দননগর পুস্তকালয় হুগলি জেলার সেরা গ্রন্থাগারের সম্মানে নির্বাচিত হল। গত ৩১ আগস্ট রাজ্য গ্রন্থাগার দফতর কলকাতা নজরুল মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে চন্দননগরের গ্রন্থাগারটিকে ওই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। পরিষেবা ও পরিকাঠামোর বিচারে মধ্য দিয়ে উন্নতির জন্যেই গ্রন্থগারটিকে জেলার সেরা বিবেচিত করা হয়। ওই অনুষ্ঠানের দিন গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের অধিকর্তা স্বরূপ কুমার পাল চন্দননগর পুস্তকাগারের গ্রন্থাগারিক সোমনাথ ব্যানার্জীর হাতে সেরা গ্রন্থাগার সম্মানের ২০ ভরি ওজনের রুপোর ফলক পুরস্কার তুলে দেন। ২০১৭ সালে বহু প্রাচীন এই লাইব্রেরিটিকে রাজ্য সরকার 'মডেল লাইব্রেরি' হিসাবে চিহ্নিত করেন।

বর্তমানে ফেসবুকের ব্যবহার, মোবাইলে কথোপকথন, ই–বুকের প্রবেশ, ইউটিউবে ছবি পাঠানো থাকা সত্ত্বেও 'চন্দননগর পুস্তকাগার' আজও স্ব–মহিমায় বিরাজমান। ফরাসী শহর চন্দননগরের ঐতিহ্য মণ্ডিত প্রতিষ্ঠান। এই পুস্তকাগারটি ১৪৭ বছরে পদার্পণ করল। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ১ অক্টোবর দুর্গাপুজোর দশমীতে উর্দি বাজারের একটি ভাড়া বাড়িতে যদুনাথ পালিত ও কয়েকজন উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে চন্দননগর পুস্তকাগার শুরু করে পথ চলা। এরপর ১৯২০ সালে ২৩ মে চন্দননগরের রূপকার হরিহর শেঠ নবনির্মিত নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির ভবনে স্থায়ী ঠিকানা হয়। তৎকালীন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। বর্তমানে গ্রন্থাগারের প্রশাসক আছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অশোক সাউ।

রাজ্য গ্রন্থাগার দফতরের স্লোগান 'বই ধরো বই পড়ো' কে সামনে রেখে এখানে ১০০০ নতুন সদস্য হয়েছে। এখানে প্রায় ৬৪ হাজার ৩৫৫টি বই রয়েছে। আর পাঠক সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এ বিষয়ে জানালেন গ্রন্থাগারিক সোমনাথ ব্যানার্জী। এই গ্রন্থাগার বই পরিষেবার পাশাপাশি প্রতি মাসে সাহিত্যসভার আয়োজন করে। বছরে একবার রাজ্যব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সার্বিক পরিষেবাকে আরও উন্নত করার জন্যে নিয়ত প্রয়াস চেষ্টা করা হচ্ছে। পুস্তকাগারকে সচল রাখার জন্য তিনজন স্বেচ্ছাসেবক কর্মী রয়েছেন।

এঁরা হলেন সুমন্ত পাল, পরাশর দে সরকার ও সাগর সেন। এই ঐতিহ্যময় চন্দননগর পুস্তকাগারে বহু মনীষীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখরা।

ভাঙন রোধে জেলায় জেলায় কো–অর্ডিনেটর তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদিকে বলো কর্মসূচির পর এবার জেলায় জেলায় দলীয় কো–অর্ডিনেটর নিয়োগ করল তৃণমূল কংগ্রেস। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে শাসকদল রাজ্যজু।ে বিজেপির কাছে জোর ধাক্কা খাওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরে যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক মহলের চোখ কপালে উঠেছে। যেকারণে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও কার্যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে প।ছেন দলের ভাঙন রোধে। ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন একাধিক সিদ্ধান্ত। তারই নবতম সংযোজন জেলায জেলায় দলীয় কো–অর্ডিনেটর নিয়োগ। এই কো–অর্ডিনেটররা জেলার সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় সাধন করে চলবেন এবং রাজ্যস্তরে রিপোর্ট পাঠাবেন। এছা।াও বিভিন্ন বিষয়ে দলীয় কর্মীদের অভিযোগগুলি আলোচনা সাপেক্ষে তার সমাধানের চেষ্টা করবেন। রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে দলকে শক্তিশালী করার অন্যতম মাধ্যম হল এধরণের কো–অর্ডিনেটর নিয়োগ।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় দলের কো–অর্ডিনেটরের নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় দেবু টুডুকে এই দায়িত্ব দিতেই জেলাজু।ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর বর্ধমানে জেলা পরিষদ কার্যালয়ে দেবু টুডুকে পুষ্পস্তবক সহ মিষ্টিমুখ করিয়ে

নতুন দায়িত্বের পর জেলা পরিষদ কার্যালয়ে দেবু টুডুকে সংবর্ধনা।

উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন দলীয় কর্মী সহ সতীর্থরা।

লোকসভা নির্বাচনের পরপরই পূর্ব বর্ধমান জেলাজু।ে তৃণমূল কংগ্রেসের অসংখ্য নেতা–কর্মী ঘাসফুল ছে।ে পদ্ম শিবিরে যোগ দিতে শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, জেলার সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসের উপরতলা থেকে নিচুতলার নেতা–কর্মী ও সমর্থকদের একটা অংশের মধ্যে চরম অসন্তোষ দানা বেঁধেছে বলে দলেরই বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। তবে, এটা প্রকট আকার নিয়েছে কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায়। এখানকার কাটোয়া ও দাঁইহাট শহরের কোণায় কোণায় তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চরমে। এমনকি, পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতেও পরিস্থিতি অনেকটাই একই রকম। মূলত আদি তৃণমূলীদের সঙ্গে নব্য তৃণমূলীদের এই কোন্দল চলছে বলে জানা গেছে। দলের রাশ কাদের হাতে থাকবে সেই নিয়েই যত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। এদিকে এই দ্বন্দ্বের সুযোগে বিজেপি নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে। বিজেপির টার্গেট তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের সুযোগ নিয়ে বিক্ষুব্ধ নেতা–কর্মীদের পদ্ম শিবিরে ভি।য়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাজিমা করা। ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে আলিপুর বার্তাকে দেবু টুডু টেলিফোনে বলেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় আমাকে কো–অর্ডিনেটরের যে নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করে দলকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমার কাজ হবে জেলাজু।ে আমাদের এম এল এ, পুরসভার চেয়ারম্যান সহ সকলস্তরের জনপ্রতিনিধি এবং দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং রাজ্য সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের বিষয়ে মানুষকে আরও অবহিত করার জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা। তবে, দেবু টুডু জেলায় গোষ্ঠীকোন্দলের কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও বিভিন্ন জায়গায় দলীয় নেতা–কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু অভিযোগ ও অসন্তোষ রয়েছে বলে জানিয়েছেন। এবিষয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত স্তরের কর্মীদের মধ্যে যেটুকু ভুল বোঝাবুঝি, অভিমান, অভিযোগ রয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই দলকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

বাঘের থাবায় মৎস্যজীবীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোনও রকমে চলছিল ঝড়খালির রায় পরিবারের অভাবের সংসার।বাবা, মা, স্ত্রী, দুই মেয়েকে নিয়ে কোনও রকমে অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে সামান্য উপার্জনে দিন গুজরান করতেন রায় পরিবার।এরই মধ্যে এলাকার বিশ্বাস পরিবারের গৃহবধূ কে আগুনে পুড়িয়ে মেরে দেন তাঁর স্বামী বাবলু বিশ্বাস।বাবলুর জেল হওয়ায় অনাথ হয়ে পড়ে প্রিয়াঙ্কা ও ছোট্ট প্রকাশ বিশ্বাস। অনাথ দুই শিশুর দায়ভার নেয় রায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সঞ্জয়। বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে উপার্জন একেবারেই কমে যাওয়ায়, রায় পরিবারের সংসারে অভাব অনটন আরও প্রকট ভাবে দেখা দেয়। সেই সূত্রে প্রায় প্রতিনিয়ত সঞ্জয় রায়ের সাথে তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা রায় কলহ করতো। নিরুপায় হয়ে সঞ্জয় কোনও প্রতিবাদ করতেন না স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বড় মেয়ে কে কোনও প্রকারে বিয়েও দিয়ে দেন।এরই মধ্যে সঞ্জয়ের স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ি এবং কন্যা সুস্মিতাকে ফেলে রেখে ঝড়খালির ত্রিদিবনগরের এ কে জি কলোনীর বাপের বাড়িতে চলে যায়। এরপর শিশু সন্তানদের কথা ভুলে গিয়ে সন্ধ্যা রায় কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন।স্বামী এবং শিশু সন্তানদের সাথে দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এদিকে সামান্য উপার্জনে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস ওঠায়,বাড়তি উপার্জনের আশায় সুন্দরবনের জঙ্গলের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরায় পরিকল্পনা নিয়ে সেই মতো কাজ করতে থাকে সঞ্জয়।গত ২১ আগষ্ট পাঁচ সঙ্গীকে নিয়ে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ ধরার জন্য রওনা হয় ঝড়খালি ২ নম্বর নেতাজি পল্লি গ্রাম থেকে।

পরেরদিন ভোরবেলায় সুন্দরবনের নবাঁকি গাজীর খাল এলাকায় বাঘে তুলে নিয়ে যায় সঞ্জয় কে। তবে তার দেহ ফিরিয়ে আনতে পারেনি সঙ্গী সাথীরা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়ে রায় পরিবার।অসহায় পরিবারের কথা সংবাদ মাধ্যমের সৌজন্যে। ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক অমল নায়েক ঘটনার কথা জানতে পারেন এবং কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহযোগিতায় রবিবার বিকালে অসহায় পরিবারের ঝড়খালির বাড়িতে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক ভাবে সাহায্য তুলেদেন।উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য,স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি অভিজিত দাস সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও এদিন প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার আরো ৬৭ টি ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের হাতে খাদ্য সামগ্রী সহ আর্থিক অনুদান তুলে দেন সংস্থার কর্মকর্তারা। বাঘের আক্রমণে মৃত সঞ্জয় রায়ের বৃদ্ধা মা তৃষ্ণা রায় বলেন, অভাবের তাড়নায় আমরা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছিলাম। বাবুরা এমন ভাবে আমাদের কে সাহায্য করে জীবনে বেঁচে থাকার আশ্বাস জুগিয়েছেন।

নাজেহাল ডাঃহাঃ

প্রথম পাতার পর

অবশ্য ডায়মন্ড হারবার শহরের সমস্যার সমাধানে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, খুব শীঘ্রই নদী পার ভাঙন এর কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে লালপুরে তৈরি হবে ফুটব্রিজ। যাতে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারে। এবং লালপোল তৈরি হতে প্রায দেড় বছর সময় লাগবে এমনটাই প্রশাসন সূত্রে খবর। লালপোল এর পাশাপাশি নতুন পোলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল শহরবাসী। কারণ প্রায় ৭০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই নতুন পোল–এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল আতঙ্ক। এদিন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক সহ. আধিকারিকরা নতুন পোলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এবং তারা জানান নতুন পোলের অবস্থা অনেকটাই ভালো রয়েছে। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

অবশ্য দুর্গা পুজোর আগে ডায়মন্ড হারবার শহরের সমস্যার সমাধান কি হবে তার কোনো সদুত্তর মেলেনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

অবৈতনিক শিক্ষা

প্রথম পাতার পর

জিটি রোডের ধারে এতো বড়ো ইঁটভাটা এলাকা কি প্রান্তিক মানুষদের জন্য পড়ে থাকতে পারে। চাই প্রোমোটিং, চাই নির্মাণ, চাই অর্থ। তাই দুষ্কৃতী হামলায় বন্ধ হয়ে গেল দুই শিক্ষককাকুর অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। টুম্পা ওঁরাও, সুন্নী ওঁরাও, সীমা খালকো, শিবা মণ্ডলরা ফের ফিরে গেল অশিক্ষার অন্ধকারে। হীরক রাজার দেশের উদয়ন পণ্ডিতের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতী দ্বারা জনসমক্ষে চূড়ান্তভাবে হেনস্তার শিকার হতে হলো সমাজকর্মী শিক্ষক সন্দীপ চৌধুরীকে। অভিযোগ দায়ের হলো উত্তরপাড়া পুরসভায়। চেয়ারম্যান বললেন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব। স্থানীয় তৃণমূল যুব সভাপতি বললেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে সাহায্য করবো। বিধায়ক বললেন, অভিযোগ পেয়েছি পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছি। বাস্তবে দুমাস কেটে গেলেও টুম্পা–সুন্নীদের কপালে ফিরে আসেনি শিক্ষার সুযোগ। সন্দীপবাবু বলছিলেন, এই মহল্লায় বিদ্যুৎ নেই, হ্যারিকেনের আলোতেই অনেক কষ্ট করে কয়েকজন মিলে ইঁটভাটার ক্লাব ঘরে শুরু করেছিলাম অবৈতনিক কোচিং সেন্টার। কিন্তু সবই আজ দুঃস্বপ্নের মতো। হায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা! স্কুল ছুট আর শিশু পাচারের প্রবাহে স্থান নেই সন্দীপবাবুদের। রাজনীতির এমনই গুন এখানে কাজ করে না শিশু প্রকল্প, কন্যাশ্রী তাই নিসন্দেহে বলা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষা আর অশিক্ষার লড়াইয়ে জয় হবে প্রোমোটার আর তার দুষ্কৃতীদের। সন্দীপবাবুদের হার নিশ্চিত। শিক্ষামন্ত্রী আদৌ এই আবহাওয়া বদলাতে পারবেন কিনা সেটাই দেখার।

বিশেষ অভিযান

প্রথম পাতার পর

ব্যাংক এটিএম বিভিন্ন বেসরকারি অফিস এবং পথচলতি মহিলা এবং সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা দিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। সকাল থেকে রাত ২৪ ঘন্টা রোটেশন করে দুজন করে পুলিশকর্মী এক একটি এলাকায় মোটরবাইক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানা, বাগডোগরা থানা,প্রধান নগর থানা, ভক্তিনগর থানা, শিলিগুড়ি থানা ও নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি মোটরবাইক করে দুজন পুলিশকর্মী নজর রাখছেন তাদের এলাকা। কোমরে নাইন এমএম রিভলভার, সাথে মোটরবাইক, কোমরে আরটি সেট, চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় হেলমেট। হ্যাঁ এমনই পরিকাঠামো নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের অলিগলিতে এখন ঘুরছে অ্যাম্বুস টিম। লক্ষ্য একটাই যে–কোনো ভাবে শহরে দুষ্কৃতীরাজ বন্ধ করা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকায় একের পর এক চুরি ডাকাতি কেপমারি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা রুখতে এবার বাইক অ্যাম্বুস টিমই ভরসা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের। এছাড়াও শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পেট্রলপাম্প, মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টার, বিভিন্ন অর্থলগ্নি সংস্থা এবং ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির সামনেও এই মোটরবাইক অ্যাম্বুস টিমের কড়া নজর থাকছে প্রতিদিন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনে সেরা বাছাই করা পুলিশকর্মীদেরকেই রাখা হয়েছে এই এম্বুস মোটরবাইক টিমে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তাদের আশা এই অ্যাম্বুস মোটরবাইক টিম এর সক্রিয়তা বজায় থাকলে শহরের একের পর এক দুষ্কৃতী উপদ্রব বন্ধ হবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি জোন ওয়ান ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি অপরাধের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করতে আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে।

মহানগরে

বিরক্ত মহানাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা এখন দখলদার মুক্ত করতে করতেই নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার সময় শেষ। বিরক্ত হয়ে পড়ছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পুরসংস্থার দেওয়া নাগরিক পরিষেবার ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করতে অন্যান্য শনিবারের মতো গত ৩১ আগস্ট মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বরো–৩–এ 'পুর প্রশাসনিক সভায় বসলেন, এই বরোতে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ন'টি (ওয়ার্ড নম্বর : ১৩–১৪, ২৯–৩৫)। বরো অধ্যক্ষ ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পুর প্রতিনিধি আনন্দ কিশোর রাউথ। এই বরোতে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় বাদে বাকি আট জনই তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক বৈঠকে নাগরিক পরিষেবার চেয়েও প্রধান বিষয় হয়ে উঠল, এই এলাকায় অবৈধ নির্মাণ, অবৈধ পার্কিং খালপাড় দখলদারির বিষয়গুলি।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এখানে আজকের এই বৈঠকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, স্থানীয় খাল পাড় দখল হয়ে যাচ্ছে। এবং খালের পাড়ে অবৈধ গ্যারেজ, অবৈধ গোডাউন–স্টোরেজ, অবৈধ আবদ্ধ স্থান এই সমস্ত হয়ে স্থানীয় অঞ্চলটিতে এক দূষণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তা–ই সেচ দফতরের মাধ্যমে এই খাল পাড়টায় একটি 'ড্রাইভ' দেওয়া হবে। ক্যানেল ইস্ট–ওয়েস্ট সাফসুতরো করে দেওয়া হবে। সেচ দফতর কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসংস্থার সহায়তা নিয়ে ক্যানেল পাড় পরিষ্কার করে দিলে, কলকাতা পুরসংস্থা সেখানে

'আর্বান ফরেস্ট্রি' ঘটাবে। ফলফুলের দৃষ্টিনন্দন বাগান এই ক্যানেল পাড়ে করে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, এই বরোতে অনেকগুলি বস্তি আছে। ঠিকা টেনেন্সি নিয়ে অনেকগুলি সমস্যা আছে। সেগুলির বিষয় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে ১০ দিন অন্তর অন্তর কলকাতা পুরসংস্থা ও ঠিকা টেনেন্সি একসঙ্গে বসে ঠিকা টেনেন্সিতে যে বিল্ডিং প্ল্যানগুলি জমা পড়বে, অন–দ্য–স্পট তা 'ক্লিয়ারেন্স' করানো হবে। এবং যেসব জায়গায় বস্তি আছে সে সব জায়গায় 'বাংলার বাড়ি' করার ব্যবস্থা হবে। কিছু কিছু প্রস্তাব আজই পাওয়া গিয়েছে, সেখানে শীঘ্রই 'বাংলার বাড়ি' গড়ে দেওয়া হবে।

এই বরোতে কিছু 'আন্ডার পাস' রয়েছে, সেগুলিতে 'মেন্টেনেন্সে'র অভাবে জল জমে বিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি কলকাতা পুরসংস্থা দায়িত্ব নিয়ে সারিয়ে দেবে।

পূর্ব কলকাতার ফুসফুস সুভাষ সরোবরের পাশে নোংরা জমা হয়ে নরককুণ্ড অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কেএমসি ও কেএমসিএ–র মধ্যে লড়াই। কারণ জায়গাটা কার? কে এই জায়গাটা পরিষ্কার করবে? এই নিয়ে লড়াই। মহানাগরিকের বক্তব্য, সারা কলকাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়দায়িত্ব কলকাতা পুরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের। কে এম ডি এ–এর এলাকা, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এলাকা, রেলওয়ের এলাকা, সেচ দফতরের এলাকা, সে এলাকা যে সংস্থারই হোক না কেন, পরিষ্কার করার সম্পূর্ণরূপে দায়–দায়িত্ব কলকাতা পুরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের। তারপর তার বিলটা পাঠিয়ে দেবে ওই নির্দিষ্ট সংস্থাকে। আর যদি বিল পেমেন্টে ওই সংস্থা না করে তাহলে কলকাতা পুরসংস্থা ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবে। কিন্তু কলকাতাকে পরিষ্কার রাখার দায়ভার কলকাতা পুরসংস্থাকে নিতেই হবে। মানুষের পরিষেবা ব্যাহত হবে, এটা কলকাতা পুরসংস্থা মেনে নেবে না।

এই বরোতে অবৈধ বিল্ডিং–এর অনেকগুলি অভিযোগ আছে। মহানাগরিক বলেন, আমি বিল্ডিং দফতরকে সর্তক করলাম। যে এটা চলতে পারে না। যেখানে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে, সেখানে সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কারা রয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। কেন অবৈধ নির্মাণ হল, তা দেখতে হবে। ওরা কী করছিল। স্থানীয় পুলিশকেও সতর্ক করলাম। যে এটা চলতে পারে না। পুর প্রতিনিধিরা আমাকে অনুরোধ করেছে, অবৈধ বিল্ডিং আটকানোর জন্য। এ বরোর ৩৪ এবং ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচুর অবৈধ নির্মাণ রয়েছে। পুলিশকে বলে যেভাবেই হোক অবৈধ বাড়ি তৈরির প্রবণতা শীঘ্রই বন্ধ করতে হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পুর সংস্থার বিভিন্ন দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর যেমন খাদ্য ও সরবরাহ দফতর, সেচ দফতর, কেএমডিএ, পরিবহন দফতর পি ডব্লু ডি, কেন্দ্রীয় রেলওয়ের পদস্থ আধিকারিকরা, কলকাতা মেট্রো রেলে আধিকারিকরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'টক টু মেয়রে' তৎপর আধিকারিকরা

বরুণ মণ্ডল: মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান ইতোমধ্যে ১০ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলি সমস্যা মহানাগরিকের কাছে এসেছে? এর মধ্যে কত গুলি পুর প্রশাসনিক সংক্রান্ত এবং কতগুলি পুর প্রশাসন বহির্ভূত? আর কতগুলি প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ হয়েছে? ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা নগরবাসীরা জানেন যে আমি একটা অনুষ্ঠান নাগরিকদের জন্য শুরু করেছি যে কলকাতাবাসীর অভাব অভিযোগ মতামত সাজেশন জানার জন্য 'টক টু মেয়র' নামক অনুষ্ঠান শুরু করি এবং সপ্তাহান্তে পুর আধিকারিকদের কাছ থেকে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' নিই। ৭ আগস্ট পর্যন্ত ১৮০টি ফোন কল আমি গ্রহণ করেছি। আর এই সমস্যাগুলির ১৪৯টি ছিল পুর প্রশাসনিক সংক্রান্ত। বেশ কিছু ছিল পুর প্রশাসন বহির্ভূত কারণ আমি কলকাতার মহানাগরিকের সঙ্গে রাজ্যের পুর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। আর ১৪৯টির মধ্যে ১২৬টি পুর সমস্যার বিষয়ে, যা পর আধিকারিকরা ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে ৯২টি সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে বলে প্রশ্ন তাদের জানিয়েও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মূল প্রশ্নের সঙ্গে দেবাশিসবাবুর অনুসারী প্রশ্নটি ছিল, শোভনবাবু মহানাগরিক থাকাকালীন পুর প্রশাসন কী শিথিল হয়ে গিয়েছিল, যে কারণ পুর প্রশাসনকে চাঙ্গা করতে গিয়ে বর্তমান মহানাগরিককে এ রকম একটি 'টিক টু মেয়র' অনুষ্ঠান শুরু করতে একরকম বাধ্য হলেন।

মহানাগরিক বলেন, এক একটা মানুষ যখন প্রশাসনে আসেন, তখন কিছু কিছু জায়গায় তখন তার নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী তিনি প্রশাসনটা সুষ্ঠুভাবে চালানোর প্রচেষ্টা জারি রাখেন। আসলে কলকাতাবাসীকে সরাসরি পুর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে। তাদের কী সমস্যা ভালোলাগা তা প্রশাসনকে জানানোর প্রয়োজনেই এই অনুষ্ঠান। তবে কলকাতার পূর্ববর্তী মহানাগরিকরা কাজ করেন নি বা তারা অপদার্থ এটা বলা কখনই উচিত কাজ নয়। নতুন নতুন ভাবনায় বর্তমান মহানাগরিক কলকাতাকে পরিচালনা করছেন। পুর প্রশাসন শিথিল হয়ে গেলে তাকে আবার ধাক্কা মেরে চালানো এটা নয়। আর দেবাশিসবাবু আপনি যদি বলেন, পুর প্রশাসন শিথিল হয়ে গেছে, তাহলে আপনি নিজেই তো বলছেন, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সময়ও পুর প্রশাসন শিথিল হয়ে গিয়েছে।

শিক্ষক জন্মায় না, শিক্ষক তৈরি হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শিক্ষা আনে সভ্যতা, সভ্যতা আনে মানবিকতা' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, আদর্শ শিক্ষক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ভারতরত্ন ডক্টরেট সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর ও রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাজ্য স্তরের শিক্ষক দিবসের এবারের মূল অনুষ্ঠানটি হল আলিপুরের নব প্রশাসনিক ভবনে। রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালনের সূচনা করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অনুষ্ঠানে দিবসটি নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি সাংসদ মালা রায়, উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ, সহকারি সভাধিপতি পূর্ণিমা হাজারি নস্কর, পঞ্চায়েত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এম ভি রাও, সচিব দিব্যেন্দু সরকার, জেলার জেলাশাসক ড. পি উল্লানাথন রাও প্রমুখ। প্রত্যেকের বক্তব্যের মূল বিষয়টি হল, মানুষিকতা যদি সঠিক না হয় তা হলে ভালো মানুষ তৈরি করা যায় না। শিক্ষক জন্মায় না, শিক্ষক তৈরি হয় দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়। প্রসঙ্গত, রাধাকৃষ্ণন দেশের রাষ্ট্রপতি (১৯৬২–'৬৭) হওয়ার পর তার জন্মদিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালন শুরু হয়। আর ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেওয়ার পর সমাজে শিক্ষকদের গুরুত্বকে সম্মান জানাতে এখন অনেক দেশেই এই দিনটি পালিত হয়।

ভারতকে নকল করছে অন্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেবী অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হলো দেশের কিছু মহিয়সী নারীদের। এই প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের শিশু ও নারী কল্যাণ এবং টেক্সটাইল দফতরের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী। পুরস্কার বিতরণীর আগে কথপোকথনে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন, আমাদের দেশে নারীরা কোনও অংশে কম নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক নারী এগিয়ে এসেছিলেন এবং গোটা একটি রেজিমেন্ট তৈরি হয়েছিল এঁদের নিয়ে তাঁরা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। দুর্গাপুজো নারী শক্তির পুজো। সমাজে এখন নারীরা সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর দফতর নিয়ে তিনি বলেন, জামাকাপড় আমাদের কাছে সারা বিশ্বের লোক নকল করে। ধুতি শাড়ি কুর্তা পড়বার জন্য শুধু ভারতবাসী নয়, সারা বিশ্বের লোক মুখিয়ে

থাকে। ভারত 'স্টাইল' তৈরি করে এবং বিশ্ব তা অনুযায়ী চলে। হস্তশিল্প আমাদের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে এবং নিশ্চিত আরও পৌঁছবে। তিনি আরও বলেন, দেশ বদলাচ্ছে, নারী ও শিশু কল্যাণে আমরা কিছুটা হলেও সফলের দিকে চলছি। তিনি ওই মঞ্চ থেকে বার্তা দেন শিশু রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজন মায়ের বুকের দুধ, ছোট থেকে মায়ের বুকের দুধের ওপর যদি একটি বাচ্চা নির্ভরশীল হয় তাহলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তিনি আবেদন করেন এ বিষয়ে সকলেই যেন সচেতন হন।

তহবিল ব্যবসা শ্লথগতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত মিউচুয়াল ফান্ডে ভবিষ্যতে হাতছানি দেবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে ৬ সেপ্টেম্বর মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। এ এস কে সার্কেলের মেন্টর এস কে বাগোড়িয়া বলেন মিউচুয়াল ফান্ডকে কর্পোরেট ধার সংক্রান্ত বিষয়েও এগিয়ে আসতে হবে। রিলায়েন্স, নিপকন, লাইফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের মুখ্য ব্যবসায়িক আধিকারিক সৌগত চ্যাটার্জি বলেন, ভারত সারা বিশ্বের জিডিপিতে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিউচুয়াল ফান্ডে এখনও ১৭তম হয়ে রয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের খাতা খোলার সংখ্যা বেড়েছে এবং আয়কর দাতাদের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আশানুরূপ ফল দিচ্ছে না মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে। সবাইকে একসাথে কঠোর

পরিশ্রম করতে হবে এই দিকটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ক্যাফে মিউচুয়ালের প্রধান প্রেম ক্ষত্রি বলেন, মানুষ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে চায় না তার কারণ হলো, এখনও তারা ভীত, তাদের ভয় দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস অর্জন। যা আসবে বোঝানোর মাধ্যমে। মাহেন্দ্রা কোম্পানির এ বিষয়ে মুখ্য আধিকারিক আশুতোষ ভিষ্ণয় বলেন, বেশির ভাগ মানুষই আগে বাড়ি ভাড়া করে থাকত। কিন্তু এখন অধিকাংশ লোকই নিজের বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এই শিল্পে লোকেরা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে ভয় দূর হয়েছে। কিন্তু তহবিল ব্যবসায় এখনও ভয় কাটেনি। তাই আমরা পিছিয়ে রয়েছি। অ্যাসোসিয়েশন অব মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডিয়ার মুখ্য বালকৃষ্ণ কিনি বলেন, ৫ বছরে ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষই বিনিয়োগ ব্যবসায় এগিয়ে এসেছেন। দেখা যাচ্ছে ১.৫% মানুষ তহবিল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। যা চোখে পড়ার মতো নয়। ২০২৫–এর মধ্যে আমাদের লক্ষ্য আশানুরূপ মানুষকে এই তহবিল ব্যবসায় নিয়ে আসা। কারণ এতে তেমন কোনও ভয় নেই। এবং দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অতি প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ যে তহবিল ব্যবসায় এখনও শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে তা অর্থনৈতিক পরিকাঠামোই প্রমাণ দিচ্ছে। তার কারণ নতুন অর্থনীতিকে স্বাগত জানাতে প্রয়োজন নতুন ব্যবস্থা। সম্পতি ব্যবসা এখন এক এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যা আরও এগোতে বাঁধা পাচ্ছে। আসলে অর্থনীতিতে সবকিছুর সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তবে আশা দেখা যাচ্ছে তহবিল ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া অনেক ব্যবসায়ীই ভয় কাটিয়ে এগিয়ে আসছে বলে মত প্রকাশ করেছেন সকল বিশেষজ্ঞগণ।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

২০২২–এ চন্দ্রায়নে যে পোশাক পরে পাড়ি দেবে ভারত সেই বিশেষ ধরনের পোশাক প্রদর্শিত হচ্ছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজি মিউজিয়ামে। খুদেরা তাই দেখতে ভিড় করেছে। এছাড়াও একটি কথা বলা রোবটও স্থান পেয়েছে বিআইটিএম–এ।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

চন্দননগরের মুকুটে আবারও হেরিটেজের পালক

মলয় সুর, চন্দননগর : ঐতিহ্যময় ফরাসি শহর চন্দননগর হেরিটেজ তকমা পেয়ে আরও একবার তার মুকুটে পালক বসালো। সাবেক ফরাসডাঙায় বোড়াই চণ্ডীতলা, গোস্বামী ঘাট এলাকায় রয়েছে প্রবর্তক সঙ্ঘের ছাত্রছাত্রী নিবাস, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, মানসিক রোগীদের থাকার ব্যবস্থা। হেরিটেজ তালিকায় প্রবর্তক সঙ্ঘের শ্রীমন্দির স্থান পেয়েছেন। সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য প্রবর্তক সঙ্ঘের খ্যাতি বহুদিনের। ঋষি অরবিন্দর ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে বিপ্লবী তথা সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সঙ্ঘ সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সঙ্ঘ সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু হয় পরাধীন ভারতে। চন্দননগর গোস্বামী ঘাটে প্রবর্তক আপনালয় চিলেড্রেনস হোম কমিটির সম্পাদক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে এক ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ সরকার এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যা এখন নিয়ন্ত্রণ করে প্রবর্তক সঙ্ঘ। প্রায় ৭০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভবতারিণী মন্দির বা অনেকের কাছে 'কনে বউ মন্দির' নামে উল্লেখ হয়। ১৯০২ সালে মতিলাল রায় 'সৎপথালম্বী' সংগঠন গড়ে তোলেন। তবে ১৯০৫ সালে দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংস্পর্শে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। স্বদেশী শিক্ষার জন্য প্রবর্তক বিদ্যাপীঠে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়। দেশীয়দের স্বদেশি ভাবধারার উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করতে ১৯২৩ সালে তিনি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরের সামনে স্বদেশি মেলার সূচনা করেন। বর্তমানে সেই মেলা এখনও চলছে। মেলায় প্রবর্তক লোগো শাড়ি, গামছা ধুতি, শীতবস্ত্র সবই ধরনের জিনিস বিক্রি হয়। তৎকালীন চন্দননগরে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তাঁত শিল্পের সূচনা হয়। এই মন্দিরের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল। সেই সময় চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের একটা বড় তীর্থক্ষেত্র। এই শহরের মাতুলালয়ে বেড়ে উঠা বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত, এছাড়া যাদের সংস্পর্শে প্রবর্তক সঙ্ঘের ভূমিকা ভাবাদর্শে উজ্জীবিত ছিল এঁনারা হলেন ঋষি অরবিন্দ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উল্লাসকর দত্ত, রাসবিহারী বসু, বিপ্লবী বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দনগরের গোপন আস্তানায় অনেকেই থাকতেন। সেই যুগে অনেকেই প্রবর্তক সঙ্গে এসেছেন মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি, সুভাষচন্দ্র বসু, বাঘাযতীন, কবি নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিরা।

অন্যদিকে চন্দননগরের জিটি রোডে হাসপাতালে মোড়ে রয়েছে খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষালয় কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দির। এটিও পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ তালিকায় স্থান পেয়েছে। ১৯২৬ সালের ২৬ জুন প্রথম হুগলি জেলায় মহিলাদের ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দানবীর হরিহর শেঠ এই বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। সে সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিত্তি প্রস্তরে চন্দননগরে এসেছিলেন। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা রূপা ঘোষ জানালেন, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের কাছে বিদ্যালয়কে হেরিটেজ ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেছিলাম। সেই আবেদনের ভিত্তি করেই হেরিটেজ কমিশনের কর্মীরা বিদ্যালয়ে এসেছিলেন। এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১,৫৩৭ জন। এছাড়া ঘোষিত তালিকায় হেরিটেজ স্বীকৃতি পাচ্ছেন চন্দননগর লালবাগানে অবস্থিত নন্দলাল ভড়ের বাড়ি।

এদিকে আবার ব্যান্ডেল ও মগরা স্টেশন থেকে ট্রেকার, ম্যাজিক গাড়ি বা বাসে করে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মহানাদ পৌঁছানো যায়। সেখানেই দক্ষিণ পাড়াতে রয়েছে ১৮৮ বছরের পালবা মহানাদ কালী বাড়ি। একটি কাহিনী রয়েছে, জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী ১৮৩০ সালে মহানাদে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। নিয়োগী বাড়িতে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মী পুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো হত। কিন্তু পুজো শেষ হতেই বিগ্রহের বিসর্জন হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্য প্রতিমা দর্শনের উপায় ছিল না। সেই ভাবনা থেকেই জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র দক্ষিণাকালী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেন। সেই মতো জঙ্গলে ঢাকা মহানাদ দক্ষিণ পাড়া এলাকায় দুই বিঘা জমিতে মন্দির নির্মাণ হয়। মহানাদ কালীবাড়ির বর্তমান বংশধর স্বপন নিয়োগী বলেন, ১৮৩০ সালে মাঘ মাসে মন্দিরে দক্ষিণাকালী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় রানী রাসমণি একবার মহানাদ কালী বাড়ি দর্শন করতে এসেছিলেন। চন্দননগর হেরিটেজ আন্দোলনের উদ্যোক্তা কল্যাণ চক্রবর্তীর বক্তব্য, ঐতিহ্যের সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য হেরিটেজ তকমা থাকা খুবই ভাল। কিন্তু সেগুলি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য অর্থের সুরাহা করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে শুধু হেরিটেজ তকমা দিয়ে দায় সারা হয়েছে। কাজ কিছুই হয়নি।

গোস্বামীঘাট প্রবর্তক শ্রী মন্দির চন্দননগর

কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির (চন্দননগর)

পোলবা মহানাদ কালীবাড়ি

মহেশতলা পৌরসভা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাননীয় মহকুমা শাসক প্রথমে জিঞ্জিরাবাজার ব্যায়াম সমিতি ক্লাবে পৌরসভার মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং এলাকার কয়েকটি বাড়িও পরিদর্শন করেন এছাড়া তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

মহেশতলা পৌর এলাকার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বান্দাল এলাকায় কিছু মানুষ ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন মাননীয় মহকুমা শাসক (সদর) মহম্মদ শামিউল আলম সাথে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা দফতরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সি. এম. ও. এইচ–২ ডা. বি কে পাল মহাশয়, মহেশতলা পৌরসভার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মহেশতলা পৌরসভার উপ–পৌরপ্রধান জনাব আবুতালেব মোল্লা, সি. আই. সি স্বাস্থ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সুকান্ত বেরা, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরসদস্য শ্রী হরমোহন প্রামাণিক, মহেশতলা পৌরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী প্রবীর কুমার সরকার, মহেশতলা পৌরসভার সচিব তথা ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রমের নোডাল অফিসার শ্রী সজল কুমার সুর, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শ্রী দিবেন্দু নন্দী সহ জেলা ও পৌরসভার দু'জন এন্টোমোলজিস্ট।

উপ–পৌরপ্রধান
মহেশতলা পৌরসভা

পৌরপ্রধান
মহেশতলা পৌরসভা

মাঙ্গলিকী

কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা বাটানগর গার্লস হাই স্কুল (উচ্চমাধ্যমিক) থেকে ২০১৯–এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্যতম কৃতী ছাত্রী প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার অরুণ লোধের কন্যা প্রিয়া লোধকে গত ৩০ আগস্ট বেহালার প্রসিদ্ধ 'সাউথ সুবার্বান ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র এক কৃতী সন্তানদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অরুণ ঘোষ বই, ফুল, মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। প্রসঙ্গত, প্রিয়া লোধ এবারের মাধ্যমিকে চারটি বিষয়ে 'লেটার' সহ সর্বমোট ৭০০–র মধ্য ৫৪৩ পেয়ে ওই বিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অলংকৃত করে।

বেঙ্গল পত্রিকার সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালকাতা প্রেস ক্লাবে বেঙ্গল পাক্ষিক পত্রিকা সমিতি দশম দ্বি বার্ষিক সাংবাদিক রাজ্য সম্মেলন সভা অনুষ্ঠিত হোল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে বেশ কিছু সাংবাদিক সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে তাবড় সাংবাদিক ধৃতরাষ্ট্র বাবু বলেন, উত্তর চব্বিশ পরগনায় প্রশাসনিক বৈঠকে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম বড় কাগজে অনেকগুলো করে অ্যাক্রিডেটেশন কার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ছোট কাগজের একটা দেওয়া হয় কেন? জেলার খবর বড় কাগজে দুটো থাকে ছোট পত্রিকায় প্রচুর খবর থাকায়। এছাড়া বিজ্ঞাপন পায় না। সরকার যদি আমাদের এভাবে দেখে আমরা আগমী দিনে আন্দোলনে নামবো। উত্তর চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত পাক্ষিক কাগজ আছে তাদের সবাইকে নিয়ে।

মুখ্যমন্ত্রী জমি দিচ্ছে সাংবাদিকদের ফ্ল্যাট করার জন্য। মা ভৈ দিয়েছে কিন্তু ছোট পত্রিকা একজন করে এই সব সুবিধা পাবে। সেই কারণে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড চারটে করে যাতে পায় সেই জন্য আমদের আন্দোলন। বর্তমানে যে হারে কাগজের দাম বেড়েছে কাগজ চালবার কঠিন হয়ে পড়ছে। আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনায় কোনো সরকারি বিজ্ঞাপন পায় না কাগজের সম্পাদকেরা। সাংবাদিকদের উদ্দ্যশে আরো বলেন নিরপেক্ষ নিয়ে। আপনারা লিখুন ভয় পাবেন না আমারকে ব্যারাকপুরে ভুয়ো আইনজীবীদের খবর করতে গিয়ে আমাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে তবুও আমি হাল ছাড়িনি। সংবাদ করে গেছি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অপরাধীদের। ছোট পত্রিকা সংবাদের বেপারে একটা উদহরণ দিলো বহু পুরোনো সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ। আলিপুর বার্তয়া একটি খবর প্রকাশিত হয় আলিপুরে ট্রেজারি কেলেঙ্কারি। সেই সময় আলিপুর বার্তার খুব নাম ডাক ছিলো। এই খবর প্রকাশিত হবার পর আনন্দাবাজার যুগান্তর সব কাগজে প্রকাশ হোল। এই হোল ছোট পত্রিকা। এ খুব তেজী পত্রিকা। সুতরাং ছোট পত্রিকায় যে সব খবর থাকে সে ভয়ঙ্কর।

কাটোয়ায় দিশার বাৎসরিক নৃত্যানুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৃত্য, সংগীত, সমবেত আবৃত্তি, গুণীজন সংবর্ধনা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হল দিশার বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরের সংহতি মঞ্চে ১ সেপ্টেম্বর সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল দিশা নৃত্যালয়। অসংখ্য দর্শকের উপস্থিতিতে

বর্ণময় উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলংকৃত করেন কাটোয়ার বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক তথা কবি ও কাহিনীকার গোবিন্দরাম মান্না, পুরসভার কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কোরিওগ্রাফার বিশাল ভট্টাচার্য প্রমুখ। মূলত নৃত্য প্রশিক্ষিকা সুমনা দেওয়াসিনের পরিকল্পনায় ও আবৃত্তি প্রশিক্ষক প্রসূন শর্মা সামন্তের সুচারু পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। দিশার ৯ম বর্ষের এই প্রযোজনায় ধ্রুপদী নৃত্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্ত্য নৃত্যের একটা মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। এমনকি, বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্যও দর্শকদের নজর কাড়ে। তবে, এসবের পাশাপাশি প্রসূন শর্মা সামন্তের পরিকল্পনায় কথা–কবিতার একঝাঁক আবৃত্তিকারের উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। প্রসূনবাবু বলেন, আমরা এদিন নানাবিধ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে নানাভাবে পরিবেশকে রক্ষা করার একটা বার্তা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অরুণ আলোকে উত্তম

নিজস্ব প্রতিনিধি : অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে উত্তম কুমার এখনও অরুণ উজ্জ্বলকুমার। ৩ সেপ্টেম্বর তার জন্মদিনে শিল্পী সংসদের আয়োজনে রবীন্দ্রসদনে বসেছিল চাঁদের হাট। নবীন–প্রবীণ শিল্পীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল। প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি লোক। বাইরে ও চোখে পড়েছে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু মানুষ যারা প্রবেশপত্রের জন্য অপেক্ষারত। বাঙালির ম্যাটিনি আইডল উত্তম কুমার সমান জনপ্রিয়। উত্তম কুমার মানুষটি ছিলেন একজন অন্য মাপের অভিনয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গে তার মনটাও ছিল আকাশের মতো উদার। তার দেশপ্রেম এর নিদর্শন পাওয়া যায় নেতাজির জন্মদিনের ছোটবেলাতেই গান লিখে প্রভাতফেরি করে বেড়াতেন তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে। সেই বয়সেই আই এন এর জন্য পয়সা তুলেছেন আনন্দমঠ নাটক করে। অরুণ কুমার যখন উত্তম কুমার হলেন তিনি কিন্তু এক বিন্দুও বদলাননি। দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য তৈরি করে ফেললেন শিল্পী সংসদ যাতে বয়স কালে যেসব শিল্পীরা কোন কাজ করতে পারেনা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। বন্যা খরা যখনই দেশের করুণ অবস্থা হত তিনি শিল্পীদের সঙ্গে করে নেমে পড়তেন বিভিন্ন শোয়ের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতে, সেই টাকা প্রধানমন্ত্রীর ফান্ডে বা মুখ্যমন্ত্রীর ফান্ডে তুলে দিতেন তিনি এই কাজের জন্য তিনি মাঠে ও খেলতে নেমে পড়েছিলেন। দেশের জন্য তার মন কেমন করত, এসবের জন্যই তিনি উত্তম কুমার।

এবছর তার ৯৩তম জন্মদিন উদযাপন করলো শিল্পী সংসদের সকল শিল্পীবৃন্দ। সন্ধ্যা রায়, পন্ডিত অজয় চক্রবর্তীকে দেওয়া হল জীবন কৃতী সম্মান। স্বর্ণযুগের গানে মন মাতালেন ইন্দ্রানী সেন সহ আরো শিল্পীরা। শিল্পী সংসদের সভানেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ভাস্বর চ্যাটার্জি, নবমিতা চ্যাটার্জি, মৌবনি সরকার নাচের ছন্দে মাতিয়ে তুলল সকলকে। উত্তম কুমারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কিছু গল্প শোনালেন অভিনেতা ডক্টর শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণযুগের এদিন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ছেলে নয়ন চৌধুরীকে তার দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার জন্য ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হল শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে তুলে দিলেন সহ–সভাপতি রেশমি মিত্র ও শিল্পী সংসদের আর এক সভ্য সাধন বাকচী।

এই চাঁদের হাটে উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম গাঙ্গুলী, রত্না ঘোষাল, শকুন্তলা বড়ুয়া সহ আরো দিকপালেরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নবীন শিল্পীরাও। উত্তম কুমারের স্বপ্ন শিল্পী সংসদ আজও এগিয়ে চলেছে তার মহিমায়। সকলকে নিয়ে আরো ফুটবে তার পাঁপড়ি।

'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'–এর নেপথ্য কাহিনী

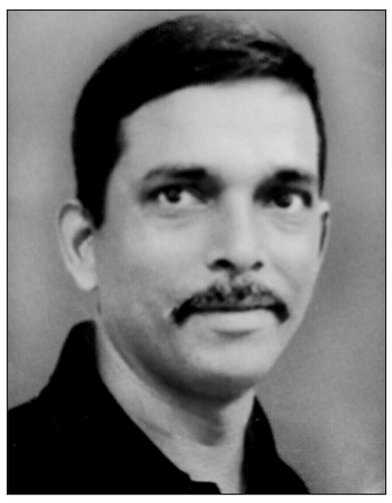

সিদ্ধার্থ সিংহ

তিন

সানন্দার ঘরে ঢুকতেই সুদেষ্ণাদি বললেন, কী রে? থানায় ডায়েরি করেছিস? আমি বললাম, থানা ডায়েরি নেয়নি। পাশেই ছিলেন দীপান্বিতাদি। অসম্ভব সুন্দরী। কত তাবড় তাবড় রথি–মহারথিরা যে ওর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন তার হিসেব নেই। কত লোক যে ওকে প্রেমপত্র দিয়েছিল, এক জায়গায় জড়ো করলে হয়তো হিমালয়ের চূড়াও খাটো হয়ে যেত। একমাত্র একজনেরই প্রেমপত্র অতি যত্নে ও বুকে চেপে রেখেছিল, তাঁর নাম– সমরেশ বসু। বিখ্যাত লেখক সমরেশ বসু। একদিন, সানন্দার দফতরেরই, যার সঙ্গে তিনি তখন চুটিয়ে প্রেম করছেন, না; তার নাম এখানে বলা ঠিক হবে না। তার সঙ্গে ওঁর প্রাক্তন প্রেমিকদের নিয়ে এতটাই বচসা হয়েছিল যে, রাগ করে তখনই সমস্ত প্রমাণ লোপাট করার জন্য তিনি সমরেশ বসুর লেখা যাবতীয় প্রেমপত্র একটা পলিপ্যাকে ঠেসেঠুসে ভরে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন।

সেই দীপান্বিতাদি জিজ্ঞেস করলেন, কোন থানা?

আমি বললাম, আলিপুর থানা।

উনি অবাক, আলিপুর থানা ডায়েরি নেয়নি? দাঁড়া দেখছি। বলেই, ফোন করলেন গৌতমমোহন চক্রবর্তীকে। আমরা জানতাম গৌতমমোহন চক্রবর্তী ওর খুব ভাল বন্ধু। তিনি তখন সম্ভবত ডিসিডিডি ওয়ান।

দীপান্বিতাদি ফোনে কথা বলছেন, ঠিক তখনই শুনতে পেলাম সুদেষ্ণাদির গলা। বললেন, তোদের কাউন্সিলর ফোন করেছিল। উনি কি পাগল নাকি?

আমি বললাম, কেন? কী হয়েছে?

সুদেষ্ণাদি বললেন, আরে, এই ধরনের লোকেরা যা বলে উনি তাই বললেন। উনি বললেন আপনারা যা ইচ্ছে তাই করবেন নাকি? আমার চল্লিশ জন ছেলে যাচ্ছে। আনন্দবাজার জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। দেখি, কী করে আটকান। আর সিদ্ধার্থ সিংহ? তার কী অবস্থা করি দেখবেন। একবার এলাকায় ঢুকুক।

সঙ্গে সঙ্গে সে কথাও গৌতমমোহন চক্রবর্তীকে জানিয়ে দিলেন দীপান্বিতাদি।

ছুটে এল টেলিগ্রাফ থেকে একজন। ব্যাপারটা কী ঘটেছে সবটা আমার কাছ থেকে শুনল। যখন আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, আমার সামনে এসে হাজির বিবিদি। বিবিদি মানে বিবি রায়। বাবু–বিবির সেই বিবি। কিন্তু অনেকে ওঁর নাম শুনে ভাবত বি বি রায়। উনি থাকতেন আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। সানন্দায় কাজ করলেও উনি ছিলেন অপর্ণা সেনের হেয়ার ড্রেসার। কয়েকটা আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টও নাকি উনি সাজিয়েছিলেন!

আমরা যখন খুব ছোট, তখন ওঁর বাড়িতে প্রায়ই উত্তমকুমার আসতেন। মধ্যরাত অবধি পার্টি হত। নায়ক–নায়িকাদের দেখার জন্য ওঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমে যেত। কলকাতার নামডাকওয়ালা 'নবনালন্দা' স্কুলটা ছিল ওঁর দিদি–জামাইবাবুর।

সেই বিবিদি বললেন, তুই একবার তিন তলায় গিয়ে নিউজ এডিটরের সঙ্গে দেখা কর তো...

আমি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবাজারের নিউজ এডিটরের কাছে গেলাম। উনি হাঁক পেড়ে একটি ছেলেকে ডেকে বললেন, ওর সঙ্গে একটু কথা বলে জেনে নে তো, কী হয়েছে।

আমি পুরো ঘটনাটা বললাম।

ওপর থেকে যখন সানন্দার দফতরে ফিরে এলাম সিদ্ধার্থদা, মানে সিদ্ধার্থ সরকার, যিনি পরে ই টিভি–র পূর্বাঞ্চল শাখার সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন। বেহালার চৌরাস্তার কাছে নতুন পাড়ায় থাকতেন। কিন্তু পরদিন আবার অফিসে আসতে হবে বলে রোজ রোজ বাড়ি ফিরতেন না। অফিসের কাছেই চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনের সিঁড়িতে মাথায় এয়ার বালিশ দিয়ে উনি মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে পড়তেন।

তিনি এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে একটা ফোন করিস।

–– কার নাম্বার এটা? আমি জিজ্ঞেস করতেই উনি বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোকে খুঁজছিল। তো, আমি বললাম, ও ওপরে গেছে। উনি তখন এই নম্বরটা দিয়ে বললেন, ও এলে যেন আমাকে একটা ফোন করে।

এর ক'দিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অফিসে এসে আমাদের সবাইকে রাখী পরিয়ে গিয়েছিলেন। মিষ্টি খাইয়েছিলেন। উনি এতটাই স্নেহপ্রবণ যে, আমার কখনও মনে হয়নি উনি একজন নেত্রী। যতবার তাঁর কাছাকাছি হয়েছি, বারবারই মনে হয়েছে উনি আমার দিদি। নিজের দিদি।

আমি তড়িঘড়ি ফোন করলাম সেই নাম্বারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ধরলেন। এবং অনেক কথা বললেন। কিন্তু ওঁর মতো একজন নেত্রী আমার মতো চালচুলোহীন সামান্য এক লেখকের খোঁজখবর নিচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন, সাহস জোগাচ্ছেন, পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন––– এটা দেখে আমি এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম যে, উনি কী বলছেন, আনন্দের চোটে তাঁর অর্ধেক কথাই আমার কানে ঢুকছিল না। তেমন ভাবে বলতেও পারলাম না কোনও কথা।

ফোন রাখতেই একের পর এক ফোন। সবই আমার। ফোন ধরতে ধরতে বিরক্ত হয়ে এক সময় বিশাখাদি, মানে বিশাখা ঘোষ, যিনি পরে বিবিসি–র অত্যন্ত উঁচু পদে আসীন হয়েছিলেন, আমার অনেকগুলো লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, সেই বিশাখাদি বললেন, এখানে তুই বস। ফোন ধর।

তারপর থেকে খানিক পর পরই আসতে লাগল একের পর এক ফোন। কোনওটা গণশক্তি থেকে, তো কোনওটা আজকাল থেকে, কোনওটা বর্তমান থেকে তো কোনওটা দূরদর্শন থেকে। প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা ভাবে বলতে হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছে। তাদের কথার উত্তর দিতে দিতে আমার অবস্থা তখন কাহিল।

নিরেনদা, মানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বললেন, লেখার সময় এবার থেকে একটু বুঝেশুনে লিখো। শীর্ষেন্দুদা, মানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বললেন, লেখার সময় সব কিছু হুবহু লিখতে নেই। কিছু কিছু জিনিস একটু বদলে দিতে হয়। সুনীলদা, মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, ওরা কি তোমার বাড়ি চেনে?

আমি বললাম, ওই নেতা না চিনলেও কাউন্সিলর মনে হয় চেনেন।

সুনীলদা বললেন, তা হলে কয়েকটা দিন আর ওই বাড়িতে থেকো না। সে রকম জায়গা না থাকলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো।

রমাপদবাবু, মানে লেখকদের লেখক সম্পাদকদের সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী বললেন, কেন এসব ঝামেলার লেখা লিখতে যান? এঁদের বিরুদ্ধে লিখলে তার পরিণাম কী হতে পারে আপনার কোনও ধারণা আছে?

আমাদের অফিসের আরও অনেকেই অনেক কথা বললেন। তবে রমাপদবাবুর কথা শুনে আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম, না; আজ আর আমি আলিপুরের বাড়িতে ফিরব না। কিন্তু থাকব কোথায়!

এরা যে টাইপের লোক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়ে নিয়েছেন আমাদের কোথায় কোথায় বাড়ি আছে! তাই শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম, টালিগঞ্জের কাছে রানিকুঠী আর বাঘাযতীনের প্রায় মাঝামাঝি জায়গা, যেখানে বারোভূতের মেলা হয়, যার উল্টো দিকে যুব সংঘের মাঠ, সেখানেই থাকব। তাই রমাপদবাবু যখন ট্যাক্সি করে গল্ফগ্রিনের বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছেন, আমি উঠে পড়লাম তাঁর ট্যাক্সিতে। গল্ফগ্রিনে নেমে বারবার পিছন ফিরে দেখতে লাগলাম, কেউ ফলো করছে না তো! এতটাই টেনশনে ছিলাম, যার দিকেই চোখ পড়ছিল, মনে হচ্ছিল, এরা নিশ্চয়ই ওদের লোক। অবশেষে এ গলি ও গলির ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা নামার আগেই পৌঁছে গেলাম শ্রীকলোনিতে।

চার

সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। না, অন্য জায়গায় বলে নয়। ছোটবেলা থেকেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা ছিল আমার। কোনও কারণে কিছু দূর গেলে আমার আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করত না। রাস্তাঘাটে অথবা ফুটপাথে ভিখারিদের সঙ্গে কিংবা কোনও পার্কের বেঞ্চে নয়তো প্রচণ্ড মশার উৎপাতেও যে কোনও রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অনায়াসে ঘুমোবার অভ্যাস আছে আমার।

একবার তো বিরাটি থেকে আর আসতে ইচ্ছে করল না। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। শীতকাল। বাসটাস বন্ধ হয়ে গেছে। শোওয়ার জন্য এক চিলতে বারান্দাও পেয়ে গেলাম। কিন্তু এই শীতের হাত থেকে বাঁচব কী কে! পাশেই ছিল একটা মুদিখানা দোকান। কাল সকালেই দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ে দেব, বলে তাঁর কাছে থেকে দুটো বস্তা জোগাড় করলাম কোনও রকমে। আশপাশ একদম সুনসান হতেই একটা বস্তা নীচে বিছিয়ে আর একটা গায়ে চাপিয়ে গুটিশুটি হয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

না, এক মুহূর্তও কাটল না। যেন কোনও বিষাক্ত সাপ আমাকে ছোবল কষিয়ে দিয়েছে। সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরে উঠে সামনের ল্যাম্পপোস্টের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আমার গোটা শরীর লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছে। এত জ্বালা করছিল যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ওটা শীতকাল। বুঝতে পারলাম, দোকানদার যে দুটো বস্তা আমাকে শোওয়ার জন্য দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা বোধহয় চিনি বা গুড়ের বস্তা ছিল। তাতেই ছিল লাল পিঁপড়ে। ক'হাত দূরেই দেখি একটা টিউবওয়েল। আমি দৌড়ে গিয়ে তার নীচে বসে উল্টো দিক থেকে টেনে টেনে কোনও রকমে টিউবয়েলটা টিপতে লাগলাম। আর

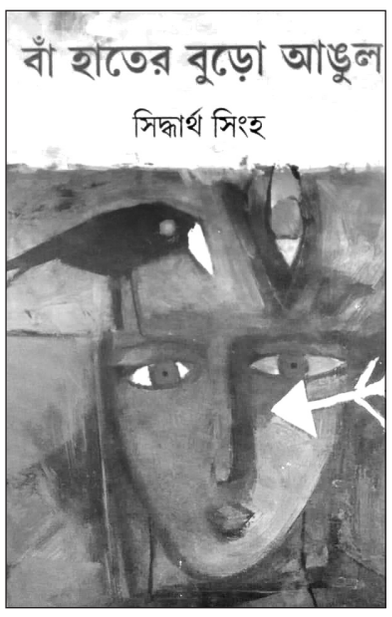

জামা খুলে সেটা দিয়ে ঘষে ঘষে পিঁপড়েগুলোকে মারতে লাগলাম। হাজার হাজার পিঁপড়ের কামড় যে মাঘ মাসের শীতকেও এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে, তখন বুঝেছিলাম।

তবে হ্যাঁ, আমি সে দিনও ঘুমিয়েছিলাম। একটু দূরে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা একটা কুকুরের সঙ্গে।

জহর, মানে কবি সেন মজুমদার তখন সেলিমপুরে থাকে। রাত দশটা মানে তখন অনেক রাত। আমি ওর বাড়ি গিয়ে বললাম, জহর, আজকের রাতটা তোর এখানে আমাকে থাকতে দিবি? জহর বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, দ্যাখ, এটা তো আমার বাড়ি না। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। আমিই কোনও রকমে মন জুগিয়ে একটু থাকার জায়গা পেয়েছি। তোকে থাকতে দিই কী করে বল তো! তা হলে আমাকেও বের করে দেবে।

আমি বললাম, তুই তো এখানে থাকিস। আশপাশের লোকদের নিশ্চয়ই চিনিস। সে রকম কোনও পরিচিতর বাড়িতে একটা ব্যবস্থা করে দে না! শুধু আজকের রাতটা।

জহর ওর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে দূর থেকেই আমাকে একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, যা, ওই বাড়িতে গিয়ে বল জহর আমাকে পাঠিয়েছে। আজকের রাতটা যদি আমাকে আপনাদের বাড়িতে থাকতে দেন, তা হলে খুব ভাল হয়। ওরা খুব ভাল। আমার মনে হয় তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে॥ যা, তাড়াতাড়ি যা। বলেই, ও কেটে গেল।

পর দিন ভোরবেলায় দাঁত ব্রাশ করতে করতে যখন জহরের বাড়িতে গেলাম, আমাকে দেখে ও যেন ভূত দেখল। বলল, তুই এত সকালে? কোথায় ছিলি? আমি বললাম, কেন? তুই যে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিলি, সেই বাড়িতে।

ও অবাক হয়ে বলল, সে কী রে! আমি তো ওই বাড়ির কাউকে চিনি না। ওরাও আমাকে চেনে না। আমি তো তোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এমনিই ওই বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা তোকে থাকতে দিল! আমি বললাম, শুধু থাকতে দেয়নি। রাতে খেতেও দিয়েছিল। বাইরের দিকের খাটে পাটভাঙা চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল। বালিশ দিয়েছিল। ওপরে পাখা ছিল না বলে, মাথার কাছে একটা টেবিল ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছিল। রাতে পরে শোয়ার জন্য এই লুঙ্গিটাও দিয়েছিল। এমনকী একটু আগে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন ব্রাশ আর পেস্টও দিল।

আমি যত বলি, জহর তত চমকে চমকে ওঠে। তার পর বলল, তার মানে আমার নামে এখানে আরও একজন কেউ আছে। যে ওদের খুব কাছের। ওরা বোধহয় ভেবেছে সেই জহরই তোকে পাঠিয়েছে। তা, তোর ঘুম হয়েছিল তো? আমি বললাম, শুধু ঘুম নয়, চমৎকার ঘুম হয়েছে।

একবার সাকিল, মানে সাকিল আহমেদ। ডায়মন্ড হারবারের। কবি, সম্পাদক এবং দক্ষ সংগঠক। ও আর আমি সেবার ফলতায় গিয়েছিলাম। যখন ফেরার কথা মনে পড়ল, তখন আর কোনও যানবাহন নেই। তা হলে থাকব কোথায়? সে দিন রাতে যেখানে ছিলাম, সেটা হেলে পড়া মাটির নোংরা একটা গোয়ালখানা। গরু আর আমরা সে দিন একসঙ্গে কটিয়েছিলাম। ঝাঁকঝাঁক বড় বড় মশা আর ভনভন করতে থাকা ডেঁয়ো মাছির দল অত্যন্ত উত্যক্ত করলেও আমি কিন্তু তার মধ্যেই বেশ ঘুমিয়েছিলাম।

আসলে ছোটবেলা থেকেই আমি যেখানে শুই সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। শান্তনুদা, মানে শান্তনু দাস। ষাট দশকের জনপ্রিয় কবি। যিনি প্রথম ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে কবিতার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। 'স্বনির্বাচিত'র যে আইডিয়া, সেটা তিনিই প্রথম এনেছিলেন। উনি বলতেন, উত্তমকুমার, সৌমিত্র, সুচিত্রা সেনের যদি ছবি ছাপা হয়, তা হলে কবিদের ছবি ছাপা হবে না কেন? উনিই প্রথম চালু করেছিলেন কবিতার সঙ্গে কবিদের ছবি ছাপা। তখন ছবি ছাপা এত সহজ ছিল না। এক–একজন কবির ছবি ছাপতে গেলে জিঙ্কের বক্স করাতে হত। যেটা ছিল অত্যন্ত ব্যায় সাপেক্ষ।

মনে আছে, একবার উত্তমকুমারের সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন তিনি। শেষ প্রশ্ন ছিল, আপনার প্রিয় তিন জন বাঙালি কবির নাম বলুন।

মহানায়ক বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু দে আর জীবনানন্দ দাশের নাম। ওই সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল, 'ঘরোয়া'। সেই পত্রিকায় যখন লেখাটা বেরোল, দেখলাম, উত্তমকুমারের লেখা––– সানন্দা থ্রেটেড ফর প্রিন্টিং স্টোরি / কং কাউন্সিলর / বিটস্ অব অথর।

আমি বললাম, এটা দিন। উনি বললেন, আনন্দবাজারটা নেবেন না? যে কাগজে আমাকে নিয়ে কোনও খবর বেরোয়নি, সেটা নিয়ে আমি কী করব! তাই বলতে যাচ্ছিলাম, 'না', ঠিক তখনই আনন্দবাজারে চোখ পড়তেই দেখি, একেবারে প্রথম পাতার টপে লেখা––– মিল গল্পের / চরিত্রের সঙ্গে, / লেখককে প্রহার / কং পুরপিতার।

তার পর একে একে উল্টে দেখি, প্রত্যেকটা কাগজেই আমাকে নিয়ে বড় বড় করে খবর বেরিয়েছে। কোনও কাগজের প্রথম পাতায়, তো কোনও কাগজের চতুর্থ পাতায়। তবে যে পাতাতেই ছাপুক না কেন, প্রত্যেকটা পত্রিকাই কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খবরটা ছেপেছে।

যখন কাগজগুলো কিনে নিয়ে ফিরছি, হঠাৎ আমার মনে হল, আচ্ছা, এর জন্য আনন্দবাজারে আমার লেখা ছাপা বন্ধ হয়ে যাবে না তো! তা হলে আমার চলবে কী করে! কয়েক বছর আগেই যে আমি মাকে বলে দিয়েছি, এ বার থেকে আমার খরচ আমিই চালাব। তা হলে!

ক্রমশঃ

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

টি-২০-র পর টেস্ট সিরিজেও ক্যারিবিয়ান বধ ভারতের

অরিঞ্জয় মিত্র

টি-২০-র পর টেস্ট সিরিজেও ২-০ জিতে টেস্ট সিরিজ ঘরে তুলল ভারত। ব্যাটে বলে বিক্রম দেখালেন অজিঙ্কে রাহানে, হনুমা বিহারী, ঋষভ পন্থ ও অধিনায়ক কোহলি। রবীন্দ্র জাদেজা তুখোড় ব্যাটিংয়ের সঙ্গে বোলিংয়েও তার পারদর্শিতা মেলে ধরলেন। দুরন্ত বোলিং করে দ্বিতীয় টেস্টে হ্যাটট্রিক করলেন বুমরাহ। বস্তুত বুম বুম বুমরাহর পাশে ইশান্ত, সামি সহ অন্যান্য বোলাররাও নিজেকে মেলে ধরায় জমে উঠল সিরিজ। বলাবাহুল্য, ক্যারিবিয়ান সফরের সাফল্য কিছুটা হলেও বিশ্বকাপ না পাওয়ার দুঃখ ঘোঁচাতে পারল। যশপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক কথা বলা হয়েছে। বস্তুত এই ক্যারিবিয়ান সফরে দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে হ্যাটট্রিক করার বিরল কৃতিত্বও অর্জন করলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্বে দেওয়ার জন্য

ক্যারিবিয়ান সফরে সিরিজ জয় দিয়ে শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার ৩-০ জিতে টি-২০ সিরিজ ঘরে তুলেছে বিরাটবাহিনী। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হারের পর নিঃসন্দেহে এই জয় ভারতীয় শিবিরে অক্সিজেন জোগাবে। সমালোচকরা হয়তো বলবেন দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। তাদের অবগতির জন্য বলা যায় গেইল বা দু-একজনকে বাদ দিলে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু পূর্ণ শক্তির দল। তাছাড়া সামনের বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। আর টি-২০ ফর্ম্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে কতটা শক্তিশালী সেটা তো বলে দিতে হবে না। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টিমও বটে তারা। সেই ক্যারিবিয়ান বধ সম্পন্ন হল পূর্ণ শক্তির দল ছাড়াই। সীমিত ওভারের বিশ্বকাপ জিততে না পারার জ্বালা কিছুটা স্খালন হতে পারে আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ জিতলে।

সেজন্যই এখন থেকেই নতুনদের দেখে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতের। তার ওপর ঋষভ পন্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন মাহির জুতোয় পা গলাতে তিনি সবথেকে উপযুক্ত। যেভাবে শেষ ম্যাচে দুরন্ত ব্যাটিং করেছেন তাতে পরিণতির ছাপ স্পষ্ট ছিল ঋষভের মধ্যে। একদিকে পন্থের মতো ব্যাটসম্যান, অন্যদিকে দীপ চহারের অসামান্য সুই বোলিং সব মিলিয়ে টিম ইন্ডিয়া দেখিয়ে দিয়েছে রাজত্ব করা কাকে বলে। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের অব্যবহিত পরের সফরে এই টি-২০ সিরিজ জয় ভারতীয় দলকে অনেকটাই প্রাণবন্ত করে তুলবে। এর অব্যবহিত পরে টেস্ট সিরিজ জিতে নেওয়াটা ভারতীয় দলের পক্ষে ভোকাল টনিকের কাজ করেছে।

বিশ্বকাপের দুই সেমিফাইনালিস্ট ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই ফাইনাল হবে বলে ভেবেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রতিপন্ন করে দুটি ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ফাইনালে উঠে পরিস্কার করে দেয় এবারের বিশ্বকাপ নতুন বিশ্বজয়ীকে দেখতে চলেছে। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতলেও ফাইনালের লড়াইটা জেতা ছিল ফোটোফিনিশের মতো। আর এর মধ্যেই বিশ্বকাপ পরবর্তী সিরিজে অজিরা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফের নিজেদের প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। অন্যদিকে ভারতও হতাশার জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার মঞ্চ পেয়েছে ক্যারিবিয়ান সফরে। এভাবেই দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই আরম্ভ করেছে। একদিকের নেতা যদি স্টিভেন স্মিথ হন , অন্যদিকের জন্য যে বিরাট কোহলি তা বোঝার জন্য ক্রিকেট বোদ্ধা না হলেও চলে।

ভারতীয় ক্রিকেট বলে নয়, এখন সারা ক্রিকেট দুনিয়াকে শাসন করছে বিরাটের বিশাল রান খিদে। বিরাট থেকে তাই অচিরেই হয়ে উঠেছেন বিরাটাকার তারকা। এর আগেও বহু তারকা এসেছে ক্রিকেট বিশ্বে। কিন্তু এমন দাপটের সঙ্গে দিনের পর দিন ২২ গজে গুজরান করা বোধহয় বিরাটকেই শোভা দেয়। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে একের পর এক দেশকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে হারানোর ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে বিরাটের রাজত্বকালেই। অর্থাৎ একদিকে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি তোলা, আর অপরদিকে অধিনায়ক হিসেবে একের পর এক দেশকে হারানো। এই দু-দুটি অসামান্য কৃতিত্ব একক হাতে প্রদর্শন করে চলেছেন মিস্টার কোহলি। যার জেরে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ডবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড পকেটে পুরে ফেলেছেন কোহলি। ডন ব্র্যাডম্যানের ঘাড়ের সামনে নিঃশ্বাস ফেলছেন এখন তিনি। আর যে মেজাজে তিনি রান করে চলেছেন তাতে ডন কেন, ক্রিকেট জগতের বহু রথীমহারথীর রেকর্ড যে সামনেই ভাঙতে চলেছে তার দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে বিরাটের এই অসামান্য কৃতিত্ব ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ফেসুবকের দেওয়ালে।

কোহলি এর আগেও নিজেও ফের তাঁর দুরন্ত ফর্ম মেলে ধরেছেন ক্যারিবিয়ান মাটিতে। রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান সহ টিমের বাকিরাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। দীপক চহার, রাহুল চহার, ওয়াশিংটন সুন্দররাও নিজেদের দারুণভাবে মেলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের এখন পোয়াবারো এটা বলা যেতেই পারে। দুর্দান্ত ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। রান তাড়া করার ক্ষেত্রেও ভারত একটা রেকর্ডও গড়ল। পরে ব্যাট করতে নেমে রান চেজ করতে গিয়ে শচীনের সেঞ্চুরি ছিল ১৭টি । কোহলির হল ১৮। এখন ২৮টি একদিবসীয় শতরানের মালিক কোহলির সামনে শুধু রিকি পন্টিং ৩০ ও শচীনের ৪৯ টা সেঞ্চুরি। এত কম ম্যাচে কোহলি এই সুপার তারাদের ধাওয়া করছেন যে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ভারতের জয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার কোহলির অসাধারণ ক্লাস ব্যাটিং। এর আগেও তিন-তিনবার বিরাটের শতরানে ভর করে ভারত জিতেছে। রান তাড়া করায় কোহলির এই অসামান্য দক্ষতা তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা জায়গা দিচ্ছে। একটা সময় এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ব্যাটসম্যানদের বধ্যভূমি। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসারদের গতির কাছে হার মানতেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটসম্যানরা। ভারতীয়রা যথারীতি তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে কার্যত এখন খরা চলছে। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ হারানোর পূর্ণ কৃতিত্বের ভাগিদার কোহলি ব্রিগেড। এর পাশাপাশি ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডকেও তুবড়ে দিয়েছে কোহলি ব্রিগেড। তারসঙ্গে যোগ করতে হবে দেশের মাটিতে ব্যাপক কর্তৃত্ব নিয়ে লঙ্কা বাহিনীকে হারানো। এইরকম কর্তৃত্ব নিয়ে ভারত যেদিন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারবে সেদিন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব টপ গিয়ারে চড়বে। সেদিন আর খুব দূরে নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ টিম বিরাট বুঝিয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া এখন অতিকায় মেজাজেই চলবে। তার ধারে কাছে ঘেষতে পারবে না কেউ।

বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। সেই কোহলি যখন সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে চূড়ান্ত অফফর্মে চলে গিয়েছিলেন তখন পুরো দেশবাসী হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল একের পর এক শতরানের মাধ্যমে।

যে পালকে যোগ হয়েছে কতগুলি বোমব্লাস্টিক দ্বিশতরানও। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। কোহলি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপের ব্যর্থতা এখন অতীত। তাঁর চ্যালেঞ্জ ভারতকে আবারও শীর্ষে তুলে ধরা। বলাবাহুল্য, সেটা যে সব ধরনের ফরম্যাটের জন্যই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তার সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারার সুযোগ পেয়ে বিরাট আরও নিশ্চিন্ত। টিমে সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার যে মনোমালিন্য বলে খবর ছড়িয়েছে তাকেও সোজা বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছেন কোহলি। জানিয়েছেন টিম ইন্ডিয়া এক এবং ঐক্যবদ্ধ।

রায়বাঘিনী হাইস্কুলের ফুটবল লীগ টুর্ণামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ আগষ্ট শুরু হয়েছিল বিদ্যালয়ের বাসরিক ফুটবল লীগ টুর্ণামেন্ট। দীর্ঘ প্রায় ১০ দিন চলার পর টুর্ণামেন্ট শেষ হল শুক্রবার সন্ধ্যায়। এদিন প্রথম পর্যায়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের সাথে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে ফাইনাল খেলায় অনুষ্ঠিত হয়।খেলার নির্ধারিত সময়ে কোন দল গোল করতে না পারায় অবশেষে ট্রাইব্রেকারে ৩-২ গোলে নবম শ্রেণীর ছাত্রীরা জয়লাভ করে। অন্যদিকে স্কুল ফুটবল লীগে পুরুষ বিভাগে শীর্ষে থাকা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এদিন ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলার শেষ পর্যায়ে দ্বাদশ শ্রেণীর তরুন নস্কর ও সৌরভ মোল্ল্যা দুটি গোল করে শিকক্ষক একাদশকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। শিক্ষক একাদশের হয়ে একমাত্র গোল টি করেন সঞ্জয় মন্ডল। খেলা শেষে এদিন রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ফুটবল টুর্ণামেন্টের সেরা দল এবং সেরা খেলোয়া। হিসাবে নির্বাচিত ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক দেবাশীষ বাগচী,দীপঙ্কর সরদার সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক সমিত ব্যানার্জী বলেন শিক্ষার পাশাপাশি যাতে করে আগামী দিনে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ভালো ফুটবল খেলোয়া। হিসাবে নিজেদের কে তৈরী করতে পারে তার জন্য আমাদের বিদ্যলয়ের পক্ষ থেকে এমন ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। সমগ্র ফুটবল লীগ টুর্ণামেন্ট টি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক রাজেন্দ্র নাথ বেরা।

শিক্ষক দিবসে ছাত্রদের সাথে ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে শিক্ষক দিবস পালন করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের মন্মথ নগর উচ্চমাধ্যমিক হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।বৃহস্পতিবার সকালে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর মূর্তির প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। এরপরই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের পুস্তস্তবক দিয়ে বরণ করে নেয়।পাশাপাশি চলে বিভিন্ন ধরনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। সবশেষে যখন বাড়ি ফেরার পালা ঠিক সেই আনন্দঘন সন্ধ্যার মুহূর্তে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাত্ররা আবদার জানায় এখনই শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রতিপূর্ণ ফুটবল খেলার জন্য।

অগত্যা শিক্ষক দিবসে ছাত্রদের অনুরোধ রাখতেই ফুটবল পায়ে মাঠে নেমে পড়েন শিক্ষকরা। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে ফুল ম্যাচ চলায় উভয় পক্ষই দুটি করে গোল করেন। খেলার ফলাফল রয়ে যায় অমীমাংসিত।শিক্ষকদের পক্ষে দুটি গোল করেন কমল দাস এবং ছাত্রদের পক্ষে দুটি গোল করেন সূরজ সরদার।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ধীমান নস্কর বলেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যাতে আজীবন মেল বন্ধন অটুট থাকে তার জন্য প্রীতি ফুটবল ম্যাচটিও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এদিন দৃঢ়তার সাথে সমগ্র ফুটবল ম্যাচটি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়েরই ক্রীড়া শিক্ষক।

নিস্ফলা ডার্বি শান দিল না ফুটবলের চর্বিতে

যুধিষ্ঠির নস্কর: মাঠ ভর্তিও হয়ে গিয়েছিল দুদলের সদস্য সমর্থকদের উপচে ভরা ভিড়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পনাবিহীন , উদ্দেশ্যহীন ফুটবল নিশ্চিতভাবেই হতাশ করল লাখ লাখ ফুটবল ভক্তকে। প্রথমার্ধে মোহনবাগান অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল ম্যাচের রাশ। দ্বিতীয়ার্ধে আবার লাল-হলুদ একটু একটু করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে । কিন্তু কখনও সেই উচ্চতায় ম্যাচ পৌঁছায়নি যা দেখার জন্য এত কষ্টের পরেও মুখে হাসি ফোটে সমর্থকদের। দুই স্প্যানিশ কোচ লাল-হলুদের আলেসান্দ্রো ও সবুজ-মেরুনের কিবু ভিকুনা যেন প্রথম থেকেই ভেবে নিয়েছিলেন ম্যাচ জেতা পরের ব্যাপার, কোনওভাবেই হারা যাবে না এই লড়াই। আর দুই কোচের এই অত্যন্ত রক্ষণাত্মক মনোভাব কিছুতেই উচ্চাঙ্গে পৌঁছাল না ডার্বি যুদ্ধকে। ইস্টবেঙ্গল তাঁদের প্রধান দুই অস্ত্র খাইমে কোলাদো ও বিদ্যাসাগর সিংকে ছাড়া দল নামাল। শেষের দিকে এই দুজনকে ইস্টবেঙ্গল নামালেও মোহনবাগান একাদশে অনুপস্থিতই থেকে গেল সালভা চামেরো। গোলের মধ্যে থাকা এই তারকাদের না নামিয়ে দুই কোচ কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইলেন তা বোঝা বেজায় দুষ্কর। কারণ, কলকাতা লিগে দুই প্রধান মোটেই সুবিধেজনক অবস্থায় নেই। ইস্টবেঙ্গল যেখানে লিগ টেবিলে চার নম্বর স্থানে, বাগান সেখানে অষ্টমে। বলাবাহুল্য, এতটা নিচে কোন বছর এই দুই প্রধান থেকেছে তাও দেখার জন্য প্রচুর পরিসংখ্যান ঘাঁটতে হবে।

অথচ যে আবহে ডার্বি শুরু হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল দারুণ জমজমাট একটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রবিবারীয় ডার্বির আগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুদলই কাঙ্খিত জয় পাওয়ায় তাদের লড়াই নিশ্চিতভাবে জমতে চলেছে সেটা বেশ বোঝা গিয়েছিল। বিশেষ করে মোহনবাগান বিএসএস-কে ২-১ আর ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে এরিয়ানকে হারানোয় আত্মবিশ্বাস পেয়েছিল দুটো দলই। কল্যাণী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান ৪ গোলের ব্যবধানে জিততে পারলেও কিছু বলার ছিল না। চামোরো, সুহের, গঞ্জালেসদের পাসিং ফুটবল সত্যিই তিকিতাকাকে মনে করাচ্ছিল। তাও গোল মিসের জন্য পুরোপুরি ফল পাওয়া সম্ভব হয় নি বাগানের পক্ষে। চামেরোর গোলে বাগান এগিয়ে গেলেও ঘানার স্ট্রাইকার ওপোকু সমতা ফেরায়। পরে অবশ্য নওরেম ২-১ করে ম্যাচ জেতায় সবুজ-মেরুনকে। অন্যদিকে কোলাদোর দুর্দান্ত স্কিলে ভর করে এরিয়ানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। রালতে ও কোলাদোর জোড়া গোল নিশ্চিতভাবে ডার্বির আগে লাল-হলুদ শিবিরকে চনমনে করে তুলেছিল। এর মধ্যেই সামনে কলকাতা লিগের ডার্বিতে মুখোমুখি হয় দুই প্রধান। নিঃসন্দেহে দুই স্প্যানিশ কোচের লড়াই ছিল নিজেদের কলকাতার মাঠে প্রতিষ্ঠা করার। গতবছরের ডার্বিতে মোহনবাগান স্প্যানিশ সার্ভিস পায়নি। ইস্টবেঙ্গলে ছিলেন তারা। এবার সমানে সমানে হয়ে ওঠা দুই দলের তাই ভরপুর যুদ্ধ হতে চলেছে এই ডার্বি, এমনটাই মনে করা হচ্ছিল। সে গুড়ে শেষপর্যন্ত বালি ফেলে দিল হতাশাজনক এই ম্যাচ।

মরসুমের শুরুটাই যেন বলে দিচ্ছে এবারেও দুই প্রধানের

কপালে বিশেষ কিছু জুটবে না। শতাব্দী প্রাচীন ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল আটকে গেছে গোকুলম নামক একই গর্তে। ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে হার মেনেছে কেরলের এই দলটির কাছে। আর মোহনবাগান হেরেছে একেবারে ফাইনালে। একধাপ ওপরে উঠে হার মানতে হয়েছে বলে সবুজ-মেরুন সমর্থকরা যে বেজায় খুশি এমনটা মোটেই নয়। আবার দেখাচ্ছে সেই জায়গা থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই এফসি, পঞ্জাবের দল, নেরোকা, আইজল প্রভৃতি দলগুলি এতদিন প্রচণ্ড বেগ দিয়েছে ইস্ট-বাগানকে। এবারের ডুরান্ডে কেরলের গোকুলম এফসি প্রমাণ করে দিল যে তারাও কারও চেয়ে কম নয়। ফলে নব্বইয়ের দশকের শেষলগ্ন পর্যন্ত কলকাতার মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়নি বলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা মনে মনে খুশি হলেও সেটা উদযাপন করার মতো পরিস্থিতি যে নেই তা বিলক্ষণ বুঝেছে তারাও। আসলে গত কয়েকবছর ধরে বাইরের রাজ্যগুলো ফুটবলে যে দাপট দুই প্রধান যে প্রশ্নাতীত দক্ষতা দেখিয়ে এসেছে তা প্রায় ২০ বছর হল অস্তমিত। এর মধ্যে বলার মতো বলতে বছর চারেক আগে মোহনবাগানের আই লিগ জয়। ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে আবার সেই সান্ত্বনাটুকুও জোটেনি।

এর মধ্যে উল্লেখ করার পদক্ষেপ হল গত মরশুম থেকে পুরোপুরি পেশাদার ছকে ইস্টবেঙ্গলে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রো ও তার পছন্দের খেলোয়াড়দের আগমন। এর প্রভাবে গত আই লিগে ইস্টবেঙ্গল দুর্দান্ত পারফর্ম করেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। ভালো খেলিয়াও রানার্স উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের দেখাদেখি পড়শি মোহনবাগানও এনেছে স্প্যানিশ কোচ কিবুকে। এবং এই কিবুর হাত ধরে আরও বেশ কয়েকজন স্প্যানিশ ফুটবলারের আগমন ঘটেছে কলকাতার মাঠে। মোদ্দা কথা কলকাতায় যেন স্প্যানিশ যুগের সূচনা ঘটিয়েছেন এই দুই কোচ এবং আগত স্পেনদেশীয় ফুটবলাররা।

এতদিন নাইজেরিয়ান, কেনিয়ান, ঘানা সহ আফ্রিকান ফুটবলাররা চুটিয়ে খেলে গিয়েছে কলকাতায়। এতেই হঠাৎ করে ভাগ বসিয়েছেন স্পেন। স্প্যানিশ ফুটবলাররা নাকি যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি বা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে। এমন একটা কথাও ভাসছে ময়দান জুড়ে। যদিও কলকাতা ময়দানে সাড়া জাগানো মজিদ বাসকর, ব্যারেটো, চিমা, এমেকা, ওমেলো, জামশিদ, ওকেরো, ওডাফা, বেটোদের এই স্প্যানিশরা কতটা ছাপিয়ে যেতে পারে সেটাও বিশেষভাবে দেখার। এখনও পর্যন্ত সেই জায়গায় মন্তব্য করার সময় আসেনি। অল্প স্পেলে এই স্পেন-সম্মেলন কলকাতার দুই প্রধানকে কোনও ট্রফি দিতে পারেনি। যতদিন না পর্যন্ত কলকাতার দলগুলি দেশের সেরা দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে জুঝতে পারছে ততদিন কিছু বলার জায়গা তৈরি হবে না। সেই জন্য প্রথম যেটা দরকার তা হল সাফল্য। শুধু সাফল্য মানে এক-দুটি ম্যাচ জয় করা নয়, নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে ধারাবাহিক হয়ে ওঠা। এই জায়গাটা অর্জন করাই এখন লক্ষ্য সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদের।

বর্ধমানে ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৫ তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০১৯-২০ বর্ষের জন্য বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এস জি এফ আই ক্যারাটে সিলেকশন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হল। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফ স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস-এর উদ্যোগে এবং ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ৪ সেপ্টেম্বর বর্ধমান শহরের বাদামতলায় শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলা মিলে অনূর্ধ্ব ১৯ বয়সী পর্যন্ত মোট তিনটি বিভাগে ৬৯ টি ইভেন্টের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগীদের বাছাই করা হয়। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এস জি এফ আই-এর চিফ জাজ দেবাশিস মণ্ডল জানিয়েছেন, দুই বর্ধমান জেলার সমস্ত মহকুমা থেকে আ।।ইশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com